শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা

শ্রীহরিদাস দাস

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অপার করুণায় শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু-কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকীর (২।৯।৩০—৩৫) টীকা শ্রীভাগবত-গণের করকমলে সমর্পিত হইতেছে। এই চতুঃশ্লোকী ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূল সূত্র। এই শ্লোকচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়াই অষ্টাদশ-সাহস্রীর প্রবৃত্তি। শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের শিক্ষার শিষ্য—পূর্বতন গুরু-গোস্বামিগণের মতামত যাহা কিছু শিক্ষাসূত্রে অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই তিনি এই টীকায় সূত্রাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। বলিতে কি, এই টীকায় প্রাচীন ধারা অনুসৃত হইলেও স্থলবিশেষে বৈলক্ষণ্যও বিশেষজ্ঞ মহাজনদের বিচারে ধরা পড়িবে।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে কিম্বদন্তী, সুতরাং তাঁহার স্বকৃত এবং তৎসম্বন্ধে তদীয় শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক রচিত অষ্টক, সূচক প্রভৃতি একত্র গ্রথিত হইল। ইহাতে সামাজিকগণের যৎকিঞ্চিৎ চিত্ত-বিনোদন হইলেও দীনহীন প্রকাশক কৃতার্থতা লাভ করিবে।

চতুঃসূত্রীতে কি প্রকারে সমগ্র শ্রীভাগবতের অর্থসংগ্রহ হইতে পারে—তাহাই শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামি-বিরচিতা দীপিকাদীপনীতে উক্ত হইয়াছে—"এই চতুঃশ্লোকীদ্বারা কি প্রকারে দশলক্ষণান্বিত সমগ্র ভাগবতের অর্থসংগ্রহ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন—'আমিই অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে অথবা সর্বধামচূড়ামণি শ্রীগোলোকে) ছিলামই'—এই বাক্যে সর্বকারণের কারণ শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য **আশ্রয়**-তত্ত্ব উক্ত হইল এবং ইহাতেই **দ্বাদশ** স্কন্ধের অর্থসংগ্রহও হইল। 'পশ্চাতেও আমি' এই উক্তিদ্বারা পুরুষ,

প্রধানাদি সকল বিষয় বলা হইল এবং ইহাতে **দ্বিতীয়** ও **তৃতীয়** স্কন্ধের অর্থসংগ্রহ হইল। ‘পরিদৃশ্যমান্ যাহা কিছু (জগৎ)’—এই বাক্যে **বিসর্গ, স্থান, উতি, মন্বন্তর** ও **ঈশানুকথা** বলা হইয়াছে। কার্য্যভূত এই জগৎ আমিই—ইহাই ঐ বাক্যের অর্থ; সুতরাং ইহাতে **চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম** ও **নবম** স্কন্ধের অর্থ সঙ্কেতিত হইয়াছে। ‘তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও আমিই’—এই বাক্যে **নিরোধ** বলা হইয়াছে এবং ইহাতে **দশম** স্কন্ধের অর্থেরই উপসংগ্রহ হইল। ‘অর্থব্যতীত’ ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে মায়ার প্রস্তাবে মায়া-সাহায্যে জগৎ**সৃষ্টি** প্রভৃতি, জীবের সংসার ও জীবেশ্বর-বিভাগ বলা হইয়াছে। এই বিষয়গুলি কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে অবসরানুসারে উপাখ্যানদ্বারা সূচিত হইয়াছে—ইহাতে **প্রথম** স্কন্ধের অর্থ-সংগ্রহ উক্ত হইল। ‘যেমন মহাভূত-সমূহ’ ইত্যাদি বাক্যে **পোষণ** বলা হইয়াছে এবং **ষষ্ঠ** স্কন্ধের অর্থ-সংগ্রহ উক্ত হইয়াছে। ‘এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিবে’ ইত্যাদি বাক্যে সাধন-সূচনায় **মুক্তি** বলা হইয়াছে এবং তাহাতে **একাদশ** স্কন্ধের অর্থ-সমাবেশও হইয়াছে।”

চতুঃশ্লোকীতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য (২৫।১০০—১২৩) বলিতেছেন—

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
“আমি—‘সম্বন্ধ’-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি—‘অভিধেয়’ নাম॥
সাধনের ফল প্রেম—মূল ‘প্রয়োজন’।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥
এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে॥

যৈছে আমার 'স্বরূপ', যৈছে আমার 'স্থিতি'।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥
আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে।"
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥
"সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আমি ত হইয়ে।
প্রপঞ্চ, প্রকৃতি, পুরুষ, আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥
'অহমেব' শ্লোকে 'অহম্' — তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥
যে বিগ্রহ নাহি মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্ধারণে ॥
এই সব শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই **সম্বন্ধ** তত্ত্ব কহিলুঁ, শুন আর সব ॥
অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥
ধর্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥
সর্বদেশ-কাল-দশায় জীবের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥
আমাতে যে প্রীতি, সেই প্রেম **প্রয়োজন**।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥"

সূচীপত্রম্

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-কৃতং—

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-বিষয়ক-সংগ্রহঃ—

—০—

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা

১। চতুঃশ্লোকী-ভাষ্যম্

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ[১]

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতন-রূপক !
গোপাল-রঘুনাথাপ্ত-ব্রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥[২]

১। শ্রীভগবানুবাচেতি—**ভগবন্তো** জ্ঞানশক্তি-বৈরাগৈ্যশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজোবন্তঃ ষড়্গুণযুক্তাঃ, অতএব 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা' ॥ **ভগবন্ত**স্ত্রিপাদ্-বিভূতিযুক্তাঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদয়ঃ পূর্ণাঃ; শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ চাতুষ্পাদিক-বিভূতিমান্ শ্রীগোপালরূপী পূর্ণতমঃ। তথাহি শ্রীগোপাল-বাক্যং—(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে)

সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥ ইতি

অতএব সর্ব্বাতিশয়ানন্তগুণবান্ **গোলোকধামা এব বক্তা**।

জ্ঞানমিত্যাদি—মোক্ষে ধীঃ **জ্ঞানং**, ভক্তৌ ধীঃ পরমজ্ঞানং, প্রীতৌ ধীঃ পরমগুহ্যজ্ঞানং, **বিজ্ঞানং** শিল্পশাস্ত্রয়োঃ—শিল্পমত্র শ্রীবিগ্রহ-ত্রিভঙ্গি-সুগঠন-করচরণ-রেখাবিন্যাসাদি[৩]। শাস্ত্রমত্র শ্রীভাগবত-গীতা-পদ্মপুরাণাদি

(ক) শ্রীশ্রীবৃন্দাবনীয়-শ্রীরাধাদামোদর-গ্রন্থাগারস্থ ৪২৭-তমা করলিপিঃ; (খ) প্রকাশক-সংগৃহীতা খণ্ডিতা চ দ্বিতীয়া।

১। শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোপীনাথ (ক); ২। খ-পুস্তকে নাস্তি।
৩। চরণচিহ্নবেশ-বিন্যাসাদি (খ)।

সাত্ত্বিক-কল্পাদি। **বৃহস্ত্র**মন্ত্র রাস-নিকুঞ্জমোহনমন্দির-শ্রীরাধা-সম্ভোগ-পরমসুখং প্রধানমঙ্গি। **অঙ্গ**মন্ত্র বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিক-সঞ্চারি-সুহৃদ্রূপ-সখ্যাদি-বৈরিরূপ-বৎসলাদি-বিপ্রলম্ভ-পূর্ব্বরাগ--মান-প্রবাসাদি-দিব্যোন্মাদ চিত্রজল্পাদিকোটিশ্চ। **চ**-কারাদনন্তম্। **ময়া**—স্বয়ংভগবতা রসিক-শিরোমণিনা নিগূঢ়-নিজলীলা-বিশারদেন **গদিতং** ব্যক্তমুক্তং ভরতাদি-মুনিমানসাগোচরত্বাদব্যক্তম্। অতএব **গৃহাণ** পরমাগ্রহপূর্ব্বকং দুর্লভং বস্তু মহানিধিবদ্ধারয় ইতি দিক্।

২। **যাবানহং**—গোলোকধামা গোপবেশো গোপীপতিঃ।

কং প্রতি কথয়িতুমীশে, সংপ্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়া-কুঞ্জে, গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥'

(পদ্যাবলী ৯৯)

বিটশ্চোপপতিঃ স্মৃতঃ। অতঃ পতিঃ একদেশোপচারঃ[১]। **যথাভাবো** যথোজ্জ্বলাদি-ভাবাশ্রয়ঃ। **যদ্রূপগুণকর্ম্ম**কঃ—শ্যামসুন্দরঃ কোটিকন্দর্প-লাবণ্যধামা অসাধারণ-**গুণ**চতুষ্টয়-মুরলীমোহনত্বাদিবান্, **কর্ম্ম** রাস-লীলাবিনোদী। **তথৈবেতি**—নিগম-নিগূঢ়ত্বাৎ, নিগমকর্ত্রেঽপি ব্রহ্মণে অতএব আশীর্বাদঃ, তদগোচরত্বাদশক্যত্বাচ্চ। "গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি," (ব্রহ্মসং ৫।৪৩) "গোলোক এব নিবসতি" (ব্রহ্মসং ৫।৩৭) ইত্যাদি। "কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্" (গোতমীয়তন্ত্রে), "ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে), "গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্বভূব" (গোপালতাপনী পূর্ব ২৮) ইত্যাদি। "গোপীজনবল্লভঃ," "স্বামী ভবতি" (গোপালতাপনী উত্তর) "কৃষ্ণবধ্বঃ" (ভা ১০।৩৩।৭), "বল্লব্যো মেঽনুশান্তয়[২] " ইত্যাদি। অধিষ্ঠাতৃত্বে "নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ" (ভক্তি-রসামৃতে ২।৫।১১৯), "শৃঙ্গাররসসর্বস্বম্" (কর্ণামৃতে ৯৩), "জন্মাদ্যস্য যতঃ"

১। 'কং প্রতীত্যারভ্য একদেশোপচারঃ' ইত্যেতদংশঃ খ পুস্তকে নাস্তি।

২। 'বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ' ইত্যেব মুদ্রিত-শ্রীভাগবতে (১০।৪৬।৬) দৃশ্যতে।

(ভা ১।১।১), "শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব" (গীতগোবিন্দে ১।৪৮) ইত্যাদি। "যং শ্যামসুন্দরং" (ব্রহ্মস°৫।৩৮), "শ্যামমেব পরং রূপম্" (পদ্যাবলী ৮৩) ইত্যাদি। "কন্দর্পকোটিলাবণ্যঃ" (স্তবমালা মহানন্দ ২), "কন্দর্পকোটি রম্যায়" (স্তবমালা প্রণাম ১) ইত্যাদি। "বেণুং ক্বণন্তং" (ব্রহ্মসং ৫।৩০), "বেণুবাদ্যমহোল্লাস"…(গৌতমীয়ে স্তবরাজঃ ১৩), "গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরম্" (পদ্যাবলী ৪৬) ইত্যাদি। "গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্" (গৌতমীয়ে স্তবরাজঃ ১১)। "ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ" (বৃহদ্বামন পু°); "অভূদাকুলিতো রাসঃ প্রমদাশতকোটিভিঃ[১]।" "রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ" (ভা ১০।৩৩।৩)। "জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডল-মণ্ডিতঃ[২]" (ভাবার্থদীপিকা ১০।২৯ প্রারম্ভ ২) ইত্যাদি।

৩। **অহমেব** পূর্বোক্ত-মহানুভাবো গোপালরূপী[৩] **অগ্রে** সর্বলোক মুকুটমণৌ শ্রীগোলোকাখ্যে **আসমেব** শ্রীরাসলীলয়া বিরাজমান এবাবতিষ্ঠম্, অসু দীপ্তৌ অত্র। নান্যদিত্যাদি—**সৎ** সদ্রক্ষার্থমসুর-বধাদি, **অসৎ** প্রাকৃত দর্শনাদি, **পরং** নিজগৃহিণীষু গোপীষু পরকীয়া-ভাবম্। তদেবং মদ্বিনা (যৎ এতচ্চ) জগদাদিসর্বং[৪] কে কুর্বন্তি?—তত্রাহ **পশ্চাদহং**—সর্বলোকমূলে মূলাধারে সঙ্কর্ষণ-কমঠাদিরূপেণ, **যোঽবশিষ্যেত** সর্বলোকমধ্যে বিলাস-পুরুষ-গুণাবতার-লীলাবতারাবেশ-প্রাভব-বৈভব-পদ্মনাভ-ক্ষীরোদশায়ি-প্রভৃতয়োংশকলা মম সর্বং বিধাস্যন্তি, কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ; পরঞ্চ স্বয়ম্ **অহং** গোকুলে সর্বং করিষ্যামীতি ভাবঃ।

১। 'প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে' ইতি ক্রমদীপিকায়াং (৫।৫৩) পাঠঃ

২। মণ্ডনঃ ইতি মুদ্রিত-পুস্তকে পাঠঃ, খ-পুস্তকেঽপি।

৩। গোপরূপী (খ); ৪। এতদাদি সর্বং (ক, খ)।

৪। ননু ইমমর্থং সর্বে কথং নানুভবন্তি? তত্রাহ—**ঋতেঽর্থমিতি**। এতদেব পরমকৌতুকং **তৎ** তাং ভ্রূক্ষেপেণ সকলভুবনং নখরাগ্রে নর্ত্তয়ন্তীম্ **আত্মনো** মম মায়াং[১] **বিদ্যাৎ**, **ঋতে** সত্যে **চাত্মনি** ময়ি ইমম্ **অর্থং** পরমপুরুষার্থরূপং প্রেমাণং **যৎ** যস্যাঃ প্রভাবেন ন করোতি, নঞঃ প্রথমপদেনান্বয়ঃ। **আত্মনি** আত্মোপম্যেষু[২] স্ত্রীপুত্রাদিষু **প্রতীয়েত** করোতি চ; বৈপরীত্যে দৃষ্টান্তঃ—যথাভাসঃ ঘটাদিজ্ঞানং ন করোতি, **তমস্তু** করোত্যেব।[৩] **মম মায়ৈব** আমতিশয়েন **বিদ্যাৎ** বিদ্যামত্তীতি।

৫। পুনরপি মহাশয়ঃ আত্মনো বিভুত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বে লীলায়াঃ প্রকটত্বাপ্রকটত্বে দৃষ্টান্তেন নিরূপয়তি **যথা মহান্তীতি**—পৃথিব্যপ্-তেজোবায্বাকাশানি বিভূনি পরিচ্ছিন্নানি চ, প্রকটান্যপ্রকটানি চ; পৃথিবী ব্যাপিকা অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডাত্মিকা, পরিচ্ছিন্না লোষ্ট্রাদিরূপা। জলং ব্যাপি কারণার্ণবরূপং ব্রহ্মাণ্ডাধারম্, পরিচ্ছিন্নং করকাদিরূপম্। তেজো ব্যাপি সূক্ষ্মং ব্রহ্মাদিরূপং, পরিচ্ছিন্নং দীপশিখাদিরূপম্। বায়ুর্ব্যাপী সর্বগতঃ[৪] পরিচ্ছিন্নো বাত্যাদিরূপঃ। আকাশং সর্বগতং ব্যাপি, পরিচ্ছিন্নং ঘটাকাশাদিরূপম্। **এবমহং**—ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্' (ভা ১০।৯।১৩) ইত্যাদিনা বিভুঃ। 'ববন্ধ প্রাকৃতং যথা' (ভা ১০।৯।১৪) ইত্যাদিনা পরিচ্ছিন্নঃ। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামিতয়া বিভুঃ, দ্বিভুজ-চতুর্ভুজাদিরূপতয়া পরিচ্ছিন্নঃ। তথাহি—"বিভুরপি ভুজযুগ্মোৎসঙ্গপর্যাপ্তমূর্ত্তিঃ" (ভক্তিরসামৃতে ২।১।১৯৮) অচিন্ত্যানন্ত-শক্তিত্বাৎ। পরং পৃথিব্যাদ্যপঞ্চীকৃতাস্তন্মাত্রগন্ধাদিরূপাঃ প্রবিষ্টা অদৃশ্যাঃ, সূক্ষ্মরূপাঃ যোগিপ্রত্যক্ষাঃ। অপ্রবিষ্টাশ্চ স্থূলরূপাঃ

১। মম হাস্যরূপাং (খ), ২। আত্মসৈন্যেষু (খ),
৩। করোত্যেবম্ অথচ (খ), ৪। প্রপঞ্চগতঃ (ক)।

পঞ্চীকৃতা মূর্ত্তিমত্ত্বাচ্চ[১]। এবমহং বিরাড়ন্তর্যামিতয়া প্রবিষ্টঃ, দ্বিভুজাদি-রূপ্যপ্রবিষ্টঃ। তথাচ গীতোপনিষদি (বিভুত্বে) 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (গীতা ১০।৪২) 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি' (গীতা ১৮।৬১) ইত্যাদি—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা ৭।১৪) 'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়' (গীতা ১৬।২০), মাং কৃষ্ণরূপং পরিচ্ছিন্নম্। পরঞ্চ—"যদ্ব গাহাশরীরিণী[২] আকাশবাণ্যাদিকমপি শ্রূয়তে, তদপরিচ্ছিন্নস্য। এবং মম লীলায়া অপি অপরিচ্ছিন্নত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বে[৩] যথা—'সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি' (লঘুভাগবতামৃতে ১।৭১৫) ইত্যত্রানন্ত-শব্দেনাপরিচ্ছিন্নত্বম্। 'গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ' (ভাবার্থদীপিকা ১০, উপক্রমণিকা ৬) ইত্যনেন পরিচ্ছিন্নত্বম্। ক্বচিৎ প্রকটত্বং ক্বচিদ-প্রকটত্বম্; যথা—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।' (ভা ১০।১।২৮) ইত্যাদিনা প্রকটলীলায়াং দ্বারকায়াং "শ্রিয়ঃপতিঃ স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি" (ভা ১।১০।২৭) ইতি দ্বারকাবাসিবর্ত্তমানকাল-প্রয়োগাৎ গোকুলে চ অপ্রকটনিত্যলীলা সূচ্যতে ইতি দিক্।

৬। তদেবং মধুরেণ সমাপয়েৎ—এতাবদেবেতি। **আত্মনো** মম তত্ত্বং পূর্বোক্তং সুগোপ্যং সর্বগুহ্যতমং পরম-রহস্যং **জিজ্ঞাসুনা** জ্ঞাতুমিচ্ছুনা শিষ্যেণ **এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং** পুনঃ পুনঃ জ্ঞাতব্যং, কুতঃ পরমস্ত? পরমসাধন-পরম-পুরুষার্থ-বিচারনিপুণ শ্রীভাগবতরক্ত-রসিকাসঙ্গসঙ্গি-প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ত-জীবনীভূত-গোবিন্দ পাদপদ্ম-সুধাস্বাদক-শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণাব্জচঞ্চরীক-শ্রীরাধাপদনখচন্দ্রচকোর-শ্রীগুরুতঃ শিক্ষণীয়ং

১। 'পৃথিব্যাদি-পঞ্চীকৃতাস্তন্মাত্রগন্ধাদিরূপাঃ প্রবিষ্টাঃ অদৃশ্যাঃ, স্থূলরূপাঃ যোগিপ্রত্যক্ষা অপ্রবিষ্টাঃ পঞ্চীকৃতা মূর্ত্তিমত্ত্বাচ্চ' ইতি ক-খয়োঃ পাঠঃ।

২। ভা ১০।১।৫৪ যদ্বৈ সাহাশরীরবাক্; ৩। প্রকটাপ্রকটত্বে (ক, খ)।

পূর্বোক্তমেব, শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যং—স্বকীয়া পরকীয়া, গোপীষু পরকীয়া-ভাবাদিকং, নান্যৎ। কেন প্রকারেণ? ইত্যাহ—**অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্**—অন্বয়েন অনুগমনেন **অনু**সেবয়েত্যর্থঃ। ব্যতি-রেকেণ বিশিষ্টেন অতিরেকেণ ঔৎকট্যেন পরমার্ত্ত্যেত্যর্থঃ। **যৎ** শ্রীগুরোরনুগমনং **সর্বত্র** সর্বভজনসাধনে অনুসরণং **সর্বদা** সর্বকালে জীবনে মরণে বিপদি সম্পদি দূরে নিকটে দিনাদৌ নিশাদৌ সঙ্কীর্ত্তনাদৌ মহাপ্রসাদে অনুশীলনে ইত্যাদি। অতএব—'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত' (ভা° ১১।৩২১) ইত্যাদি। 'তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ' (ভা° ১১।৩।২২), গুরুরেবাত্মা দৈবতঞ্চ; 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।' 'যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্' (ভা° ১০।৮০।৩৩), 'যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ' (ভা° ১০।৮০।৩২); গুরোরনু-গ্রহেণৈব পূর্ণঃ। হরিগুরুচরণারবিন্দযুগলানুশীলনেন "বলবানাদরো যস্য ন স্যাদ্গুরুপদাম্বুজে। শ্রুতৈরপ্যস্য সচ্ছাস্ত্রৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্ন জায়তে।' হরিরেব গুরুর্গুরুরেব হরিঃ। 'গুরু-কর্ণধারম্' (ভা° ১১।২০।১৭) 'গুরুষু নরমতিঃ' (পাদ্মে), 'গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্ (পাদ্মে), 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' (ভা° ১১।১৭।২৭) ইত্যাদি। কিং বহুনা? নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ইতি দিক্।

শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিরচিতা শ্রীচতুঃশ্লোকীব্যাখ্যা

২। তাৎপর্য্যানুবাদ

১। শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) বলিলেন—যাঁহাদিগেতে জ্ঞান, শক্তি, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজোরূপ ছয়টি গুণ আছে, তাঁহাদিগকে 'ভগবান্ বলা হয়। ত্রিপাদ্‌বিভূতিযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদি ভগবান্‌রূপী অবতারগণ পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্, চতুষ্পাদ্‌বিভূতিসম্পন্ন

শ্রীগোপালরূপী এবং পূর্ণতম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীগোপাল-কর্তৃকই উক্ত হইয়াছে—'আমার পূর্ণ ও ষড়্‌গুণযুক্ত বহুবিধ প্রকাশ আছে, কিন্তু আমার গোপরূপের সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না।' অতএব এস্থলে সর্বোর্দ্ধশায়ী অনন্ত-গুণময় গোলোকবাসী শ্রীহরিই বক্তা। মোক্ষ-বিষয়িণী বুদ্ধিকে **জ্ঞান,** ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধিকে পরম জ্ঞান, প্রীতি-বিষয়িণী বুদ্ধিকে **পরম গুহ্যজ্ঞান** বলা হয়। **বিজ্ঞান**-শব্দে শিল্প ও শাস্ত্র-বিষয়ক অনুভবই বাচ্য, এস্থলে **শিল্প**-শব্দে শ্রীবিগ্রহের ত্রিভঙ্গিম সুগঠন ও করচরণাদির রেখাবিন্যাসাদি বোদ্ধব্য এবং শাস্ত্রও শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা, পদ্মপুরাণাদি এবং সাত্ত্বিক কল্পাদি। **রহস্য**-শব্দে এস্থলে রাস এবং নিকুঞ্জে ও মোহন মন্দির প্রভৃতিতে শ্রীরাধার সহিত সম্ভোগাদি পরম সুখানুভূতি—ইহাই প্রধান ও অঙ্গী। **অঙ্গ** বলিতে বিভাব, (আলম্বন ও উদ্দীপন,) অনুভাব (চিত্তস্থিত ভাবের অববোধক নৃত্য, গান, হুঙ্কার, জৃম্ভা ইত্যাদি), সাত্ত্বিক (অশ্রু, কম্পাদি), ব্যভিচারী (ত্রাস, শঙ্কা, শ্রমাদি), সুহৃদ্‌রূপে সখ্যাদি, শত্রুরূপে বৎসলাদি রস, পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, দিব্যোন্মাদ, চিত্রজল্পাদি অনন্ত ব্যাপারই গ্রাহ্য। স্বয়ং ভগবান্ রসিক-শিরোমণি নিগূঢ়লীলা-বিশারদ আমিই তোমাকে এই সব তত্ত্ব বলিতেছি। ইহা কিন্তু ভরতাদি মুনিগণেরও মনোবৃত্তির অগোচর বলিয়া এতদিন অব্যক্তই ছিল, তথাপি আমি তোমাকে কৃপা করিয়া স্পষ্টতঃ বলিতেছি। হে ব্রহ্মন্! তুমি এই তত্ত্বকে মহানিধির ন্যায় মনে করিয়া পরমাগ্রহসহকারে অবধারণ কর।

২। আমার অনুগ্রহে তোমার মদ্বিষয়ক সর্বপ্রকার তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুর্ত্তি হউক। শ্লোকস্থ 'যাবানহং' শব্দ আমার স্বরূপের দ্যোতক, আমি গোলোকধামবাসী, গোপবেশ ও গোপীপতি। গোপীপতি-শব্দে গোপীগণের উপপতিই বোদ্ধব্য। 'যথাভাবঃ'-শব্দ দ্বারা উজ্জ্বলাদি বিবিধ ভাবের আশ্রয়কে বুঝায়। 'যদ্রূপগুণকর্মকঃ' শব্দের 'রূপ' শব্দে

শ্যামসুন্দর, কোটিকন্দর্পলাবণ্যময় বিগ্রহাদি ধ্বনিত, 'গুণ' শব্দে অসাধারণ গুণচতুষ্টয় (লীলা, প্রেম, রূপ ও বেণু-মাধুরী) বোদ্ধব্য এবং 'কর্ম্ম' শব্দ রাসলীলাদি বিনোদেরই বাচক। এই সব তত্ত্ব নিগম-নিগূঢ় বলিয়া নিগমকর্ত্তা ব্রহ্মারও অগোচর এবং দুর্বোধ্য, এইজন্যই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দেওয়ার আবশ্যকতা।

৩। আমিই (পূর্বোক্ত মহানুভব গোপালরূপী) অগ্রে অর্থাৎ সর্বলোক-চূড়ামণি শ্রীগোলোক-নামক ধামে শ্রীরাসলীলায় বিরাজমানই ছিলাম। তখন আর অন্য সদসৎপর কার্য্যাদি কিছুই ছিল না—শ্লোকের 'সৎ' বলিতে সাধুজনের রক্ষার জন্য অসুর-বধাদি, 'অসৎ' বলিতে প্রাকৃত দর্শনাদি এবং 'পর' শব্দে নিজ-গৃহিণী গোপীগণে পরকীয়া ভাবই ধর্ত্তব্য। যদি প্রশ্ন হয় যে শ্রীহরি যদি নিত্যই গোলোকে রাসলীলায় মগ্ন থাকেন, তবে জগদাদির সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্য্যাদি কে করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে সর্বলোক-মূলে মূলাধার পাতালে আমিই সঙ্কর্ষণ ও কচ্ছপাদিরূপে থাকিয়া পৃথিবীর ধারণ পোষণ করি। আবার গোলোক ও পাতালের মধ্যবর্ত্তী অবশিষ্ট (অন্যান্য) যাবতীয় লোক-মধ্যেও আমিই বিলাস, পুরুষ, গুণাবতার, লীলাবতার, প্রাভব, বৈভব, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতিতে অংশকলারূপে অবস্থান করিয়া সকল কার্য্য সমাধান করিয়া থাকি (তাৎপর্য্য এই—কার্য্য ও কারণ বেদান্তমতে অভিন্ন বলিয়া বিলাসাদি দ্বারা যে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতেও স্বয়ং ভগবানেরই শক্তি-প্রেরিত বলিয়া প্রকৃত পক্ষে ভগবান্‌ই মুখ্য কর্ত্তা, অন্যান্য সকলেই গৌণ বা প্রয়োজ্য কর্ত্তা)।

৪। এস্থলে আশঙ্কা—তবে কেন এই সব তত্ত্ব সকলে অনুভব করেন না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—ইহাই ত পরম কৌতুক, ইহাকে আমার মায়ার প্রভাব বলিয়াই জানিবে। মায়ার স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন—যিনি ভ্রূক্ষেপেই চতুর্দশ ভুবনকে নখরাগ্রে নাচাইতেছেন,

তিনিই আমার মায়া। তাঁহার কার্য্য—সত্যস্বরূপ পরমাত্মা আমাতে উনিই পরম পুরুষার্থরূপ প্রেম করান না, অথচ অসত্যস্বরূপ আত্মতুল্য স্ত্রীপুত্রাদিতেই প্রেম প্রয়োগ করান। এইরূপ বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত—চিন্ময় বস্তুর আভাসে (স্ফুরণে) ঘটাদিজ্ঞানের বাধা হয় অর্থাৎ যত্র তত্র ইষ্ট বস্তুর স্ফুর্ত্তি হইতে থাকিলে আর ঘটপটাদি বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ সত্তার অনুভব হয় না অথচ চিন্ময় বস্তুতে অজ্ঞান থাকিলে ঐ ঘটপটাদি জ্ঞানের সাধন হয় অর্থাৎ ইষ্টবস্তু-বিষয়ক অজ্ঞানেই ঘটপটাদি পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান ঘটায়। আমার এই মায়াই বিশ্বাকে সম্যক্ প্রকারে আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

৫। পুনরায় মহাশয় (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার স্বরূপের বিভুত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব এবং লীলার প্রকটত্ব ও অপ্রকটত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরূপণ করিতেছেন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত যুগপৎ বিভু ও পরিচ্ছিন্ন এবং প্রকট ও অপ্রকটরূপে বিরাজ করে। বিভুরূপে পৃথিবী অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী অথচ লোষ্ট্রাদিরূপে পরিচ্ছিন্না; বিভুরূপে জল কারণ-সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডাধার অথচ করকাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন; অগ্নি বিভুরূপে সূক্ষ্ম, ব্রহ্মপ্রভৃতি-স্বরূপ এবং দীপাশিখাদি-রূপে পরিচ্ছিন্ন; বায়ু সর্বগত হইয়া ব্যাপী এবং বাত্যাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন; আকাশও সর্বগত হইয়া ব্যাপী অথচ ঘটাকাশাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ), তদ্রূপ আমিও বিভু—এ বিষয়ে (ভাগবতে ১০।৯।১৩) প্রমাণ—যাঁহার অন্তর্বাহ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্বদেশব্যাপক এবং যাঁহার পূর্বপরবর্ত্তী কাল-বিভাগ হয় না অর্থাৎ সর্বকালব্যাপী ইত্যাদি। বিভুত্ব সত্ত্বেও আবার আমি পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি—তাহারও প্রমাণ, (ভা ১০।৯।১৪)—মা যশোদা যাঁহাকে প্রাকৃতবালকবৎ বন্ধন করিয়াছেন ইত্যাদি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে আমি বিভু (অসীম), আবার দ্বিভুজ-চতুর্ভুজাদি-স্বরূপে পরিচ্ছিন্ন (সসীম)। ভক্তিরসামৃত

(২।১।১৯৮) বলিতেছেন—বিভু হইলেও যিনি মাতার ভুজদ্বয়মধ্যবর্ত্তী ক্রোড়েই পর্য্যাপ্ত (পূর্ণ) রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ইত্যাদি। অসীমত্বেও সসীমত্ব কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিবলেই সাধ্য। অপরদিকে— পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত যখন অপঞ্চীকৃত (অবিমিশ্রিত) অবস্থায় তন্মাত্র-গন্ধাদিরূপে থাকে, তখন তাহারা প্রবিষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে থাকে বলিয়া সাধারণ লোকের অদৃশ্য হইলেও যোগিগণের প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু তাহারাই আবার পঞ্চীকৃত (মিশ্রিত) অবস্থায় স্থূলরূপে প্রকাশ পাইয়া যখন মূর্ত্তিধারণ করে, তখন তাহারা হয় অপ্রবিষ্ট (দৃশ্য); তদ্রূপ শ্রীভগবানও বিরাট্ পুরুষের অন্তর্য্যামি-স্বরূপে প্রবিষ্ট (অদৃশ্য) অথচ দ্বিভুজাদিরূপে অপ্রবিষ্ট (দৃশ্য)। বিভুত্বের প্রমাণ—(গীতা ১০।৪২) আমি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমারই একাংশে জগতের স্থিতি হয় ইত্যাদি। আবার পরিচ্ছিন্নত্বের প্রমাণ—আমারই শরণাপন্ন হইলে এই মায়া পার হওয়া যায় (আমি শব্দে এই কৃষ্ণরূপে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি বোদ্ধব্য) দৈববাণীর উল্লেখাদিও অপরিচ্ছিন্নত্বের প্রমাণ। এইরূপে ভগবানের লীলারও অপরিচ্ছিন্নত্ব এবং পরিচ্ছিন্নত্ব আছে। অসীমত্বের প্রমাণ—(লঘুভাগবতামৃতে)—'শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল অনন্ত প্রকাশে অসাধারণ লীলা-বিনোদ করেন' এস্থলের অনন্ত-শব্দ লীলার অসীমতার বাচক, আবার 'তিনি গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় ক্রমশঃ লীলা বিস্তার করেন,' এই ভাবার্থদীপিকার (১০।১) প্রামাণ্যে লীলার পরিচ্ছিন্নতাও বুঝাইতেছে। আবার কোথাও প্রকটত্ব, তৎকালে অন্যত্র অপ্রকটত্ব বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১।২৮) 'মথুরায় শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান্' এই বচনে মথুরায় নিত্য বিরাজমানতায় দ্বারকায় (গোকুলে) অপ্রকট প্রকাশে নিত্যলীলার সূচনা করে। আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় অবস্থানকালেও দ্বারকাবাসিগণের উক্তিতে (এই শ্রীপতি কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া যদুবংশকে ও লীলাবিনোদে মধুপুরীকে ধন্যধন্য করিতেছেন) বর্ত্তমানকালে প্রয়োগটি

গোকুলেও অপ্রকট নিত্যলীলারই ইঙ্গিত করিতেছে; সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাত্রই নিত্য, একত্র আবির্ভাব হইলে অন্যত্রও অপ্রকটে সমজাতীয় লীলাবিনোদ নিত্যকালই চলিতেছে।

৬। এক্ষণে প্রসঙ্গটির মধুরভাবে সমাপন করিতেছেন—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ব্বোক্ত সুগোপ্য পরমগুহ্যতম পরমরহস্য তত্ত্বটির জিজ্ঞাসা জাগিলে শিষ্য পুনঃ পুনঃ এই কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন। জিজ্ঞাসার স্থল—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই। শ্রীগুরুদেবও আবার পরমসাধন পরমপুরুষার্থাদি-বিষয়ে বিচার-নিপুণ হইবেন, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত রসিকজনের সঙ্গপরায়ণ অতএব প্রসন্ন ও উজ্জ্বলচিত্ত হইবেন, জীবাতুস্বরূপ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম-সুধার আস্বাদক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণপদ্মের মধুকর এবং শ্রীরাধার পদনখর-চন্দ্রচকোর হইবেন। এবম্বিধ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-ভজননিপুণ শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-লীলারহস্যই জ্ঞাতব্য। এই লীলা-রহস্য শব্দে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে লীলার দ্বৈবিধ্য এবং গোপীগণ-বিষয়ে পরকীয়া ভাবাদি, অন্য কিছু (স্বকীয়াদি) নহে, ইহাই বোদ্ধব্য। কোন্ প্রকারে শিক্ষণীয়?—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে। অন্বয় শব্দে আনুগত্য অর্থাৎ নিরন্তর সেবা এবং ব্যতিরেক শব্দে ঔৎকট্য অর্থাৎ পরমার্ত্তিই ধ্বনিত; সুতরাং পরমার্ত্তিভরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আনুগত্যমূলক সেবা-দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য জ্ঞাতব্য; যেহেতু শ্রীগুরুচরণের আনুগত্যই সর্ব্বত্র—সর্ব্বভজনসাধনে সর্ব্বদা অর্থাৎ সর্ব্বকালে—জীবনে মরণে, বিপদে সম্পদে, দূরে নিকটে, প্রভাতে প্রদোষে, সংকীর্ত্তনারম্ভে ও মহাপ্রসাদ সেবায়, এক কথায় জীবনের প্রতিপদক্ষেপে প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুশীলনীয় কার্য্যে অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু শাস্ত্রই সাক্ষ্য বহন করিতেছেন—'শ্রীগুরুদেবেরই প্রপন্ন হইতে হয়। শ্রীগুরু-

রূপ আত্মা (পরম বান্ধব) ও দেবতার (পরমারাধ্য ইষ্ট বস্তুর) নিকট হইতেই ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয়' ইত্যাদি। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন—**শ্রীগুরুই পরাৎপর তত্ত্ব।**

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতং

৩। শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোলমগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫

সংখ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬

রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরেগুর্ণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭

হে রাধে! ব্রজদেবিকে চ ললিতে! হে নন্দসূনো! কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮

শ্রীশ্রীনিবাস-পরিনির্মিতমেতদুচ্চৈঃ
শ্রদ্ধান্বিতঃ পঠতি যঃ সকৃদেব রম্যম্।
ছিত্ত্বাশু কর্মবিষয়াদিকমেতি তূর্ণ-
মানন্দতশ্চরণমেব হি নন্দসূনোঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীশ্রীষড়্গোস্বামি-গুণলেশ-সূচকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু-কৃতং

৪। শ্রীশ্রীমন্নরহরি-ঠকুরাষ্টকম্

প্রেমাধারং মধুর-বিকারং, শ্রীচৈতন্যাঙ্ঘ্রি-জলজ-সারম্।
শ্রীখণ্ডাখ্যে বিহিত-নিবাসং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ১

গাঙ্গেয়াঙ্গদ্যুতিমতিধীরং, শ্রীখণ্ডাঙ্কাঞ্চিত-সুশরীরম্।
বক্রাকেশং পৃথুকটিদেশং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ২

প্রীত্যাহ্বানং সুললিতগানং, ধারানেত্রং পুলকিত-গাত্রম্।
নৃত্যোৎসুক্য-প্রণতিবিশেষং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ৩

যস্য ভ্রাতা সদসি মুকুন্দো-, মূর্চ্ছ দদৃষ্ট্বা নৃপ-শিখিপুচ্ছম্।
তং বিদ্বাংসং সুমধুরভাসং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ৪

যস্যোৎসঙ্গে নিহিত-নিজাঙ্গো, গৌরাঙ্গোঽভূৎ পৃথু-পুলকাঙ্গঃ।
তং প্রাণস্বং বিহিত-বিলাসং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ৫

যেনোন্নীপে সলিল-সমীপে, জাতৈঃ পুষ্পৈঃ প্রতিদিনমিষ্টৈঃ।
পূজাঞ্চক্রে তং পরহর্ষং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ৬

চক্রে মত্তাঙ্গুচিসুত-ভক্তান্, নিত্যানন্দ-প্রভৃতি-সমেতান্।
মাধ্বীকৈর্যো গৃহ-খনিজৈস্তং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ৭

বৃন্দারণ্যে ব্রজ-রমণীনাং, মধ্যে খ্যাতা হি মধুমতী যা।
তং শ্রীগৌর-প্রিয়তমশেষং, বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্॥ ৮

প্রতিদিনমনুকূলং হৃষ্টকং বৈষ্ণবানাং
পরিপঠতি সুধীর্যঃ শ্রদ্ধয়েদং স ধীরঃ।
নরহরি-রতিপাত্রং প্রেমভক্তিং লভেত
প্রকটিত-যুগমন্ত্রে গৌরচন্দ্রে স্বতন্ত্রে॥ ৯

ইতি শ্রীশ্রীমন্নরহরি ঠকুরাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুকৃতা পদাবলী

১। বদনচাঁদ কোন্, কুন্দারে কুন্দিলে গো,
কেনা কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর, পরাণ যেমন করে গো,
সেই সে পরাণ তার সাথী ॥
রতন কাড়িয়া অতি, যতন করিয়া গো,
কে না গড়িয়া দিল কাণে।
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণী গো,
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে ॥
অমিয়া মধুর বোল, সুধা খানি খানি গো,
হাতের উপর নাহি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥
মদন-ফাঁদ ও না, চূড়ার টালনি গো,
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি, উহা না দেখিলু গো,
এ বড়ি মরমে মোর বেথা ॥
নাসিকার আগে দোলে, এ গজ-মুকুতা গো,
সোণায় মড়িত তার পাশে।
বিজুরী-জড়িত যেন, চাঁদের কণিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥
করভের কর জিনি, বাহুর বলনি গো,
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গো,
উহারি পরশ-রস মাগে ॥

নাটুয়া ঠমকে যায়, রহিয়া রহিয়া চায়,
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাস কয়, লখিলে লখিল নয়,
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥
[রূপানুরাগে—পদকল্পতরু ৭৯০]

২। প্রেমক পুঞ্জরি, শুন গুণমঞ্জরি,
তুহুঁ সে সকল শুভদাই।
তোহারি গুণগণ, চিন্তই অনুখন,
মঝু মন রহল বিকাই॥
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোরী-কিশোর-পদ, সেবন সম্পদ,
তুয়া সনে মিলব মোয়॥ ধ্রু
হেরই কাতর জন, কুরু কৃপানিরিখণ,
নিজ-গুণে পূরবি আশে।
তুহুঁ নব ঘন বিন্দু, বিন্দু বরিষণ,
কো পুরব পিপিয়-পিয়াসে॥
তুহুঁ সে কেবল গতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি,
মঝু মন ইহ পরমাণে।
কহই কাতর ভাষে, পুন পুন শ্রীনিবাসে,
করুণায় করু অবধানে॥
[প্রার্থনা—ঐ ৩০৭২]

৩। তুহুঁ গুণমঞ্জরি, রূপে গুণে আগরি,
মধুর মধুর গুণ-ধামা।
ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব, প্রেমসেবা পরবন্ধ,
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা॥

কি কহব তুয়া যশ, তুহুঁ সে তোহারি বশ,
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু জানে।
আপনা অনুগা করি, করুণা-কটাক্ষে হেরি,
সেবা-সম্পদ কর দানে ॥
হোই বামন-তনু, চাঁদ ধরিতে জনু,
মঝু মন হেন অভিলাষে।
এ জন কৃপণ অতি, তুহুঁ সে কেবল গতি,
নিজ গুণে পূরবি আশে ॥
মূর্দ্ধন্য অঞ্জলি করি, দশনে হ তৃণ ধরি,
নিবেদহুঁ বারহি বারে।
শ্রীনিবাস দাস নামে, প্রেমসেবা ব্রজধামে,
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবারে ॥

[প্রার্থনা—ঐ ৩০৭৩]

৬। শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত-শ্লোকাঃ

শ্রীরঘুনন্দন-শাখানির্ণয়ে :—

রোমাঞ্চাঞ্চিত-বিগ্রহো বিগলিতানন্দাশ্রুধৌতাননো
যত্তদ্ভাব-বিভাবনাভিরভিতো নির্ধূত-বাহ্যস্পৃহঃ।
ভক্তিপ্রেম-পরম্পরা-পরিচিতঃ সদ্যঃ সমুৎপদ্যতে
সোঽয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তামানন্দ-কল্পদ্রুমঃ ॥

'শ্রীখণ্ডের প্রাচীনবৈষ্ণব'-নামকে গ্রন্থে—(৬৩ পৃঃ)

মাল্যচন্দন-সন্দানাদগ্রতঃ করুণাকরঃ।
বহুমানাস্পদং চক্রে গৌরাঙ্গস্তং মহাত্মনাম্ ॥
কীর্ত্তনান্তে হরিদ্রাক্ত-দধিভাণ্ডস্য ভঞ্জনে।
স এবৈকাধিকারিত্বং লেভে গৌর-প্রসাদতঃ ॥

নিত্যানন্দযুতেষু কীর্ত্তনবিধেরন্তে মহাপ্রেমতঃ
সাদ্বৈতেষু গণেষু সৎসু কৃপয়া গৌরাঙ্গদেবঃ স্বয়ম্।
চক্রে তং রঘুনন্দনং দধি-হরিদ্রাভাণ্ডভঙ্গাধিপং
তস্মান্নাস্যকুলস্য তত্র কৃতিতা নোল্লঙ্ঘনীয়ঃ প্রভুঃ ॥

তত্র ৬৭-তম-পৃষ্ঠে—

লোকানাং কলিকালঘোর-তিমিরৈরাচ্ছাদ্যমানাত্মনা-
মাচণ্ডাল-মহামহোৎসবকরো যঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে।
ভক্তির্ভাগবতী যদুক্তিসুধয়া পুংসাং সমুজ্জৃম্ভতে
সোঽয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তামংশাবতারো হরেঃ ॥

তত্র ৬৮-তম-পৃষ্ঠে—

শ্রীগৌরাঙ্গহরেরনন্যসদৃশ-প্রেমস্বরূপাস্পদং
সর্বাত্মপ্রকটীকৃতোজ্জ্বলরসানন্দং স্বয়ং চেতসা।
শ্রীরাধাব্রজনাগরেন্দ্র-পরমপ্রেম-স্বরূপাকৃতিং
বন্দে শ্রীরঘুনন্দনং প্রভুমহং চৈতন্যভাবোজ্জ্বলম্ ॥

৭। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ শাখাঃ

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলকাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণব-সেবনাঃ ॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥

চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দ-সংজ্ঞকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ॥

শ্রীরূপঘটকশ্চাপি সর্ববিখ্যাত এব চ।
শ্রীমৎ ঠাকুরদাসাখ্যো ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীর-সিংহকঃ।
মল্লভূপ-কুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্॥

এবমষ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ।
মল্লাবনিপতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ॥

[প্রেমবিলাসে ১৮]

শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিষয়ক-শ্লোকাঃ

১। শ্রীমন্নরোত্তম-ঠক্কুর-কৃতঃ (নরোত্তমবিলাসে ৩৩-তম-পৃষ্ঠে) :—

শ্রীরূপ-প্রমুখৈকশক্তিকতমেনাবিষ্করোতি প্রভু-
গ্রন্থোঽয়ং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন সঃ
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্মম কদা দৃগ্‌গোচরং যাস্যতি॥

২। শ্রীমদ্‌গোবিন্দগতি-ঠক্কুরকৃতঃ (কর্ণানন্দে ৮ম-পৃষ্ঠে) :—

শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-মধুপো গোপালভট্ট-প্রভুঃ
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট্ শ্রীশ্রীনিবাসাহ্বয়ঃ।
আচার্য্যপ্রভু-সংজ্ঞকোঽখিলজনৈঃ সর্বেষু নীবৃৎসু যঃ
খ্যাতস্তৎপদপঙ্কজাশ্রয়মহো গোবিন্দগত্যাখ্যকঃ॥

৩। আদেশামৃত-স্তোত্রম্ *

শুদ্ধং সাত্বততত্ত্বমত্র ভগবানুদ্ভাব্য শক্ত্যৈকয়া
শ্রীরূপাভিধয়া প্রকাশয়িতুমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যান্যয়া।
শ্রীমদ্‌বিপ্রকুলেঽধুনা[১] প্রকটয়ন্ শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলাসম্বরণং স্বয়ঞ্চ[২] বিদধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ ॥ ১
গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুমূর্চ্ছ[৩] ভগবান্ দৃষ্ট্বাঽথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাস্যাতিশয়ং দয়ামতিরমুং[৪] স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্ ॥ ২
ত্বন্তাবজ্জনিতো মমৈব নিজয়া শক্ত্যেতি তূর্ণং ব্রজ
শ্রীবৃন্দাবনমত্র সন্তি কৃতিনঃ শ্রীরূপজীবাদয়ঃ।
আদিষ্টাঃ পুরতস্ত্বমী ত্বয়ি ময়া তদ্‌গ্রন্থরাশ্যর্পণে
নিঃসন্দেহতয়া গৃহাণ তদমুং গৌড়ে জনান্ শিক্ষয় ॥ ৩
ইত্যাদেশমবাপ্য তদ্‌ভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ পুনঃ
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জপুঞ্জ-সুষমাং দ্রষ্টুং[৫] মনঃ সন্দধে।
শ্রুত্বাথাপ্রকটত্বমত্রভবতাং গোস্বামিনাং শোকতো
হা হেত্যাকুলচিত্তবৃত্তিরপতন্মার্গান্তরে মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪
স্বপ্নে শ্রীলসনাতনোঽপি সহ তৈঃ শ্রীরূপনামাদিভিঃ
প্রাদিশন্[৬] হি তে বিষাদ-সময়ো গোপাল-ভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মরং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবাঞ্ছিক্ষয় ॥ ৫

---

* ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত-প্রাচীনলেখতঃ সমুদ্ধৃতম্

১। কুলেঽমলে, ২। স্বয়ং সঃ, ৩। মুর্মোহ, ৪। রদঃ, ৫। সুষমাদৃষ্টৌ, ৬। শ্রীলসনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ প্রোচুস্তং ন।

ইত্যাদেশ-রসামৃতাপ্লুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
ভক্ত্যাদায় সমন্ত্রতত্ত্বমখিলং গোপালভট্টপ্রভোঃ।
তদ্‌গ্রন্থৌঘ-বিচার-চারুচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
তেন প্রেমভরেণ গৌড়গমনে তং প্রত্যুবাচোৎসুকঃ॥ ৬

রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দযুগল-প্রাপ্তিঃ প্রসাদেন তে
মৎসম্বন্ধ-ভৃতাং ভবিষ্যতি যদি প্রায়ঃ প্রয়াস্যাম্যহম্।
নোচেদ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষোদয়া-
ত্তে গোস্বামিবরাস্তদর্থমুদগুর্গোবিন্দ-সান্নিধ্যকম্॥ ৭

শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-যুগলধ্যানৈকতানাত্মনা-
মাদেশঃ সফলো ভবিষ্যতি তথা শ্রীশ্রীনিবাসাশ্রয়াৎ।
এতদ্দেয়তয়া ময়ায়মবনীমাসাদিতঃ সাম্প্রতং
তস্মাদ্‌গৌড়মরং প্রযাতু ভবতাং কিং চিন্তয়াত্রানয়া॥ ৮

শ্রীগোবিন্দ-মুখেন্দু-নির্গতমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
তং গোস্বামিগণং প্রসন্নমনসং নত্বা পরিক্রম্য চ।
ভক্ত্যা গ্রন্থচয়ং প্রগৃহ্য কুতুকান্নির্গত্য গৌড়ক্ষিতৌ
কারুণ্যৈকনিধিঃ সদা বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৯

ইত্যাদেশমৃতস্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চ যঃ।
ভবেত্তস্য পুরে বাসঃ শ্রীনিবাস-গুণোদয়ৈঃ॥ ১০

ইতি শ্রীশ্রীকলানিধি-চট্টরাজ-ঠক্কুর-গোস্বামি-বিরচিতম্

আদেশামৃতস্তোত্রমাবির্ভাবরূপরসতত্ত্বনিরূপণং

সমাপ্তম্ *

---

* অনুবাদ কর্ণানন্দ ১০৮—১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ স্তবাষ্টকম্ *

কষিত-কনকগাত্রঃ সাত্ত্বিকৈঃ শোভমানঃ
জিতসিতকরবক্ত্রঃ পদ্মনেত্রোরুবক্ষাঃ ।
সুভগতিলকমালৈর্ভাল-কণ্ঠোল্লসন্ যঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ১

ক্ষিতিতল-সুরশাখী রামচন্দ্রাদিশাখঃ
কবিচয়-বলরামাদ্যোপশাখাশ্চ যস্য ।
করুণকুসুমধারী চোজ্জ্বলং সৎফলং যৎ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ২

বিদিতভজন-ভক্তো ভক্তসেবী জিতেন্দ্রো
মধুর-মধুর-রাধাকৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতি ।
ক্বচিদপি হরিলীলাগাননৃত্যাদি কুর্বন্
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৩

জগতি বিবিধভক্তি-গ্রন্থবিস্তারহেতো-
রগতি-পতিতবন্ধোর্গৌরকৃষ্ণস্য শক্ত্যা ।
সকল-গুণনিধানঃ[১] প্রেমরূপাবতীর্ণঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৪

ব্রজভুবিগতগ্রন্থং গৌড়মানীয় যত্নৈঃ
প্রচরতি জনমাত্রং শুদ্ধসিদ্ধান্তসারম্ ।
সদয়হৃদয়ভাষো জীবদুঃখেন দুঃখী
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৫

---

* প্রাচীনলেখ্যতঃ সমুদ্ধৃতম্ [১] । 'বিধান-প্রেম' ইত্যাদর্শ পুস্তকে ।

অতুল-যুগল-রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমসেবাং
নিখিল-নিগম-গূঢ়াং ব্রহ্মরুদ্রাদ্যগম্যাম্।
সতত-নিজগণৈর্যঃ স্বাদয়ংশ্চাতনো ত
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৬

নিবিড়-করুণপাত্রো গৌরকৃষ্ণপ্রিয়াণাং
স্বসুখ-বিষ-বিরাগী জ্ঞানকর্মাদিরিক্তঃ।
সমবিরহিতমানো লোকমানপ্রদো যঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৭

নিধুবন যমুনে হে শ্রীলগোবর্দ্ধনাদ্রে
ব্রজপতিসখ-পুত্রীকুণ্ড হে শ্যামকুণ্ড !
কমল-নয়ন রাধাকৃষ্ণ রামেতি গায়ন্
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৮

য ইহ বিমলবুদ্ধিঃ প্রেমভক্তিঃ স্ফুরেত্তৎ
পঠতি সুভগমুচ্চৈরষ্টকং কৃষ্ণচেতাঃ।
কলয়তি খলু বৃন্দারণ্যমাশ্রিতা নিত্যং
স সপরিজন-রাধাপ্রাণনাথাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ স্তবাষ্টকম্

—•—

৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোরষ্টকম্

নির্ম্মল-কাঞ্চনবর-গৌরদেহং
আলখিতে-ভাণ্ড-ভুজঙ্গম্-গেহম্।
সুকুঞ্চিত-কোমল-কুন্তল-পাশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ১

ডগমগ-লোচন-খঞ্জন-যুগং
চলঢল-প্রেম অবধি-অনুগম্ ।
নাসা-শিখরোর্জ্জিত-তিলকুসুমং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ২

করিরাজ জিনি অতি মধ্যশোভিতং
শ্রুতি অবতংসে চম্পক ভূষিতম্ ।
করতল অরুণ কিরণোর্জ্জিতং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৩

কম্বুকণ্ঠে হেমহার সুললিতং
কনকলতা সম ভুজ শোভিতম্ ।
লোমলতাবলীযুত-নাভিদেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৪

গজবর জিনি সুন্দর চলনং
চঞ্চল চারু চরণাতিরুচিরম্ ।
দামিনী চমকিত মৃদু মৃদু হাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৫

আজানুলম্বিত ভুজ সুন্দর দেহং
বিলসিত মধুর ভাব বিদেহম্ ।
অলকা বিমণ্ডিত গণ্ডমুদারং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৬

জগদুদ্ধারণ ভকতি বিহারং
গোরা চাঁদ হেন গুণাতিসুধীরম্ ।
ব্রজবল্লবীকান্তসহ বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৭

নিরবধি কীর্ত্ত্যং রাধাকৃষ্ণপ্রকাশং
সঙ্গে সহচর বৃন্দাবন-বাসম্ ।
জীবে দয়াময় করুণাবগাহং
তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥৮

ইতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোরষ্টকং সম্পূর্ণম্ *

—•—

৬। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপাদানাং গুণলেশ-সূচকম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্র ভবনে রাঢ়ীয়-ঘণ্টেশ্বরৌ
নানাশাস্ত্র-সুবিজ্ঞ-নির্মলধিয়া বাল্যে বিজেতা দিশম্ ।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুত-পদং শ্রুত্বা ত্যজন্ সর্বকং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১

গচ্ছন শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতচৈতন্য-সঙ্গোপনং (?)
মূর্চ্ছীভূয় কচান্[১] ধুনন্ স্বশিরসো ঘাতং দদদ্ধিকৃকৃতম্ ।
তৎপদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্ নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২

তত্রস্থং জরতং গদাধরযুতং শ্রীপণ্ডিতং দৃষ্টবান্
তচ্চক্ষুঃ পিহিতং তদস্মু পিহিতাং বৈয়াসকীং সংহিতাম্ ।
দৃষ্ট্বা চাধ্যয়নায় রোচিতমতৌ সন্দিগ্ধবান্ যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩

---

* গৌড়-দেবভাষাভ্যাং লিখিতমেতৎ ।

† (ক) বরাহ-নগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরতঃ প্রাপ্তা করলিপিঃ জীর্ণা ক্রটিতা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিতা চ । (খ) শ্রীবৃন্দাবনতঃ শ্রীমন্নন্দকিশোর-গোস্বামিনা প্রেরিতা চ ।

১। 'লুনন্' ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসোদ্ধৃতঃ পাঠঃ ।

তৎপাদেঽকথয়ৎ স্বকন্তভিমতং শ্রুত্বাবদৎ সোঽচিরাৎ
'মৎ সর্বং ভবতা সুচারু-মতিনা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চাপরম্।
তস্মাদ্গচ্ছ গদাধরং প্রিয়তনুং চৈতন্যচন্দ্রস্য বৈ'
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪
তৎপাদমভিবন্দ্য সত্বর-মতির্নীত্বা তদীয়াং লিপিং
নীলাদ্রেরপি নায়কস্য চরণং দৃষ্ট্বা তথা প্রার্থয়ন্।
প্রাপ্তৌ শ্রীচরণৌ গদাধর-প্রভোর্দত্ত্বা লিপিঞ্চানমৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫
সর্বং যন্মনসা কৃতং তদবদৎ শ্রীপাদপদ্মে প্রভো-
রুক্তঃ স স্মৃতিহীন-দুর্বলমতির্দুঃখেন দন্দহ্যতে।
তস্মাদ্গচ্ছ ব্রজং সনাতন-যুতং রূপং প্রপন্নো ভবেঃ[১]
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬
তস্যাজ্ঞা বিনয়েন মস্তক-ধৃতা পাদৌ কৃতৌ মস্তকে
কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণীং ধৃতপদো যস্য প্রভুঃ প্রীতিমান্।
সন্তুষ্টঃ শিরসি প্রদায় স্বকরং দদ্যাত্তথা চাশিষং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭
রাধায়াং নিহিতং স্বয়ং প্রিয়তয়া প্রেম[২] স্বভাবং সুখং
মত্বা যো বিবিধার্ত্তিসাগরজলস্যোর্ম্মৌ সদা ভ্রাম্যতি।
কৃষ্ণোঽয়ং হৃদি সংগতঃ স্ফুরতু তে চৈতন্যচন্দ্রঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮
নত্বা তচ্চরণং পুনঃপুনরয়ং কায়েন বাচা হৃদা
ভূমৌ সংপতিতস্তদীয়-চরণোপান্তেঽসিচচ্চাশ্রুণা।
উত্থায় প্রতি গোকুলং হৃদি গতং বাক্যং মনো যো দধৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৯

১। রূপেণ যস্মৈ প্রভুঃ (ক, খ); ২। প্রেম্ণা (ক, খ)।

গচ্ছন্ যঃ পথি খণ্ড-সংজ্ঞ-নগরে চৈতন্যচন্দ্র-প্রিয়ং
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুরবরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যঃ স্মরন্[১]
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১০

প্রীত্যা যো মনসঃ প্রয়াণ-সময়ে শ্রীবীরলোকেঽগমৎ
তত্র শ্রীঅভিরাম-ঠক্কুরবরং প্রেম্ণা ববন্দে স্বয়ম্।
সর্বং তচ্চরণে নিবেশ্য চ বসন্ দ্বারে বহিঃসংজ্ঞকে
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১১

সংবেশায় তৃণং দশার্ধ-বটকং যস্যান্নসিদ্ধ্যৈ তথা
রম্ভায়াঃ শতখণ্ডসংযুতদলং বৈরাগ্য-নির্ণীতয়ে।
এতেনৈব সমৃদ্ধিজেদিতি ধিয়া যস্মৈ হ্যহং দাপয়ে[২]
সোঽয়ং মে করুণা নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১২

তল্লব্ধ্বা মনসঃ সুখেন পয়সা সংসিচ্য তৎ পত্রকং
সজ্জীকৃত্য বটেন লব্ধলবণো যস্তণ্ডুলানাহরৎ।
তুর্যেণাপি বটস্য তদ্বিগমনে বৃত্তিং তু যস্ত্যাহিকীং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৩

তৎ শ্রুত্বা মনুজাদয়ং সমুচিতং পাত্রং মুরারেঃ পুনঃ
স ভক্তস্তদিমং বিলোক্য কৃপয়া দাস্যে বরং বাঞ্ছিতম্।
ইত্যুক্ত্বা নিজপাদসন্নিধিভুবং নীত্বাবদদ্ যং মুদা
সোঽয়ং মে করুণা-বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস ১ ভুঃ ॥ ১৪

জানে ত্বাং বৃণুষে কুবের-সদৃশীমৃদ্ধিং কিমন্যং বরং
গানং বা জনমোহনং কিমথবা রূপং জগন্মোহনম্।
নাট্যং বাপ্সরসং ভুবো নৃপতিতামেতন্মুদা যং বদন্
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৫

১। যস্ত্বরন্ (খ)। ২। হ্যয়ং দাপয়েৎ (খ)।

শ্রুত্বৈতচ্চতুর্ভির্মনোগত-বরং তৎপাদমূলে বদন্
শুদ্ধা শ্রীমধুসূদনস্য প্রিয়য়া রাগানুগাখ্যা তু যা।
তাং ভক্তিং ময়ি দেহি চাত্মকৃপয়া হৈত্যাদিকং যো বদন্
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৬

স্মিত্বা বাক্‌কথয়ন্মুদা হি ভবতা ভ্রান্তং ন তাবৎ শ্রিয়া,
ইত্যুক্ত্বা জয়মঙ্গলাং করুণয়া চানীয় স্বীয়াং কথাম্।
স্পৃষ্ট্বা তদ্বপুষি প্রহর্ষ-বদনো যস্মৈ জিতং চাবদৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৭

এতস্মিন্ সময়ে প্রহর্ষবদনো নত্বাঽবদন্মে প্রভো!
বাঞ্ছা যা হৃদি সঙ্গতা তদধুনা সিদ্ধিং গতা নিশ্চয়ম্।
আজ্ঞাং দেহি ময়ি ব্রজায় গমনে চোক্ত্বা প্রণম্যাব্রজৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৮

কৃত্বা যো হৃদি পাদপদ্ম-যুগলং শ্রীরূপ-গোস্বামিনঃ
তজ্জ্যেষ্ঠস্য সনাতনস্য চ মুদা গচ্ছন্ ব্রজং সত্বরম্।
শ্রুত্বা শ্রীমথুরাখ্য-নাম্নি নগরে তদ্‌গোপনং যোঽপতৎ
সোঽয়ং মে করুণাধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৯

হা হা রূপঃ কুতো গতঃ ক গতবান্ হা হা তদীয়াগ্রজো
ধিঙ্‌মে জীবিতর্মেতয়োরপি বিনা শ্রীপাদপদ্মেক্ষণম্।
ধাতস্ত্বাং কুশ-ঘাতিনং ধিগিতি যশ্চাশ্রু (?) ভুবং সিঞ্চয়ন্
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২০

ভূয়ো ভূয় ইতি ব্রুবন্ পুনরয়মুত্থায় শীঘ্রং পতন্
কিং মে কারয়িতা বৃথা তনুভৃতো বৃন্দাবনস্যেক্ষণম্[১]।
তস্মান্নো গমনং ব্রজায় মনসা নিশ্চীয় বৈমুখ্যকৃৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২১

১। বৃন্দাবন-প্রেক্ষণম্ [খ]।

বৃন্দাখ্যে বিপিনে সনাতন-প্রভুঃ শ্রীরূপ-সংজ্ঞ-প্রভু-
র্নীত্বা তু ত্বরয়া শিশুং কৃতমতিং শ্রীজীবগোস্বামিনম্।
কালিন্দ্যাঃ সলিলে তদীয়ক-তনুং শুদ্ধাং মুদা স্নাপয়ন্[১]
শক্তিং তদ্ধৃদয়ে স্বকীয়-কৃপয়া সঞ্চারয়িত্বাবদৎ ॥ ২২

'বৎস ! ত্বং শৃণু মদ্বচো ব্রজভুবি হি স্থাপিতো হেতুনা
চানেনাপি কুরুষ্ব বাল-সরলাং টীকাং মদীয়স্য চ।
গ্রন্থস্যাপি তথা মুরারি-পদয়োঃ সদ্ভক্তিকাং স্থাপয়ন্
পাষণ্ডস্য নিবারণং কুরু তথা গোবিন্দ-সংসেবনম্' ॥ ২৩

শ্রুত্বৈতৎ প্রভু-পাদপদ্ম-যুগলে সংত্রাসিতশ্চাবদৎ
শ্রীজীবোঽপি 'শিশুস্ত্বহং পুনরয়ং জীবস্তথাল্পা মতিঃ।
কা শক্তির্মম নাথ ! কর্মসু তথা চৈতেষু সঙ্গী ক বা
আজ্ঞায়াঃ প্রতিপালনে বিমলধীঃ সঙ্গী ত্বয়া দীয়তাম্' ॥ ২৪

শ্রুত্বা তদ্বচনং বিভাব্য মনসা শ্রীরূপসংজ্ঞঃ প্রভু-
রস্মৈ চাকথয়ৎ—'শৃণুষ্ব ভবতঃ সঙ্গী ময়া দীয়তে।
গৌড়াৎ কোঽপি দ্বিজাত্মজঃ কৃশতনুর্বৈশাখমাসেংশকে
বিশেদ্ (?)[২] ভাবিনি মাথুরেঽপি চ তথা গন্তা স তে সঙ্গিকঃ' ॥ ২৫

এতদ্যৎ কথিতং পুরা ব্রজভুবি শ্রীরূপগোস্বামিনা
কৃত্বা তন্মনসি প্রতীক্ষ্য গমনং কুঞ্জে চ বৃন্দাবনে।
শ্রীজীবেন তথা স্থিতেন প্রহিতৈর্দূতৈস্তু যোঽদৃশ্যত
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৬

সর্বং তৎ কথিতং জনৈঃ পথি শ্রুতং গোস্বামি-বাক্যস্তু যৎ
শ্রুত্বা লুব্ধমতির্ব্রজায় গমনে শীঘ্রং মনঃ সন্দধে।
শৃণ্বংস্তৈর্ব্রজমণ্ডলে প্রকটিনং শ্রীভট্টগোস্বামিনং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৭

১। প্রাপয়ন্ (ক); ২। শকে বিংশে [খ]।

তৈর্গত্বা পুলিনং কলিন্দ-দুহিতুঃ স্নাত্বা ব্রজে স ত্বর-
ন্নষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত-সঙ্গমকরোদ্‌ভক্ত্যা প্রপশ্যন্ দিশম্[১]।
সিঞ্চন্নেত্রজলৈঃ স্বকীয়-বপুষং নীপ-প্রমূলে বসন্[২]
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৮

ক্ব (?) বৃক্ষে শিখিনং ক্ব চ ক্ব চ শুকং কস্মিংস্তথা শারিকাং
ক্ব (?) বৃক্ষে চ কপোতকং ক্ব চ অলিং কুত্রাপি সৎকোকিলম্।
দাত্যূহং ক্ব চ চাতকং ক্ব চ তথা পশ্যঞ্চকোরং মুদা
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৯

ক্ব (?) পুষ্পং বিবিধং ক্ব কল্পতরুকং বেদীং ক্ব রত্নান্বিতাং
কুঞ্জং ক্বাপি মনোহরং ক্ব পুলিনং কুত্রাপি দিব্যং সরঃ।
পদ্মং কুত্র ক্ব চোৎপলং ক্ব চ তথা পশ্যংশ্চ কহ্লারকং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩০

ছায়াং কুত্র দিবান্বিতাং ক্ব চ পুরং শ্রীকৃষ্ণতন্বা যুতাং
ক্ব (?) বাসং ব্রজবাসিনাং ক্ব চ তথা গোস্বামিবর্গালয়ম্।
কুত্রাস্তি মণিকুট্টিমং বিমলকং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টস্তু যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩১

কৌপীনং দধতং বহির্বসনকং মালাং তুলস্যা মৃদা
রাধাকুণ্ড-ভুবা[৩] বিধায় তিলকং গাত্রেষু নামাক্ষরম্।
গ্রন্থে নেত্রযুগং মনশ্চ ভুজয়োঃ সল্লেখনাপত্রকং
চানন্দেন সদোর্ণকাসনবরে বিষ্টং তদা বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৩২

গোবিন্দেন পুরা পুরায় গমনারম্ভে তু যো যো যথা
দৃষ্টোঽপ্যপি তথৈব গোকুলপুরে লোকা বসন্ত্যত্র তে[৪]।
কিন্তূগ্রঃ কিল নীপডিম্ভ-দ্বিদলঃ ফুল্লঃ প্রবৃদ্ধঃ কথং
নো জানে কথয়ন্তু বৈষ্ণব-গণাশ্চেতীত্যহো বাদিনম্ ॥ ৩৩

১। পশ্যন্ দিশং বৈদিশং (খ), ২। প্রমূলৈঃ সমং (খ); ৩। মৃদা রাধাকুণ্ডমৃদা (খ)।
৪। লোকানস্বাতন্ত্র্যতাঃ (ক, খ),

কালেঽস্মিন্নিকটে মুদা পরিগতঃ শ্রীজীবগোস্বামিনং
দৃষ্ট্বা তন্মুখতো বচঃ প্রতি গতিং শ্রুত্বা বভাষে তু যঃ।
'গোস্বামিন্! শৃণু মদ্বচস্তব বচঃ[১] সিদ্ধান্তরূপান্বিদং'
সোঽয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪

'গোবিন্দস্য মনোগতং ব্রজগতং ন হ্রাসবৃদ্ধিক্ষমং
নেতুং কালমমুত্র কারণবরং গোবিন্দবাত্মানসম্।
কিন্ত্বমং প্রিয়নীপকং প্রতি মনঃ ফুল্লেতি? তং যোঽবদৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫

তৎ শ্রুত্বা বচনং হিতায় কথিতং সন্দেহ-ভেত্তোত্তম-[২]
কেনেদন্ত্বিতি সম্মুখে স্থিতিকৃতং দৃষ্ট্বৈব হৃষ্টঃ প্রভুঃ।
দূতৈস্তৎ কথিতস্ত্বয়ং স চ বয়মানেতুমেনং গতাঃ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬

উত্থায় ত্বরয়া সসম্ভ্রম-ধিয়া চালিঙ্গ্য গাঢ়ং মুদা
প্রেম্ণানীয় তথা স্বকাসনবরে[৩] বংভণ্টি বৃত্তান্তকম্।
শ্রীরূপেণ পুরা যথা হ্যভিহিতং তত্তত্ যস্মৈ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৭

আচার্য্যত্বমপি ত্বয়া করুণয়া সন্দেহভেদঃ কৃতঃ[৪]
তস্মাচ্চেত উতো মুদা শৃণু বচো হ্যাচার্য্যনামা ভবান্।
ইত্থং প্রাহ[৫] পুনঃ পুনঃ প্রতিজনান্ সর্বৈশ্চবান্ যৎকৃতে
সোঽয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৮

১। মদ্বচঃ সুবিহিতং (ক); ২। সন্দেহ-ছেত্তুত্তমে (ক, খ); ৩। স্বকীয়াসনবরে (ক, খ); ৪। ত্বং মে হ্যাচার্য্য-কার্য্যং পরমকরুণয়া সন্দেহছেদঃ (ক, খ); ৫। তেন (ক, খ)।

এতদ্বাদিনি সাদরং প্রতি জনান্ শ্রীজীবগোস্বামিনি
স্তুত্বা তং চটুভিস্ত্বরান্বিতমনাঃ প্রত্যাহ এতদ্বচঃ।
'গোস্বামিন্! কিল দর্শ্যতামতিজবং শ্রীভট্টপাদস্তু বঃ'
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯
শ্রুত্বৈতৎ খলু জীব-ঠক্কুরবরো নীত্বা চ তং বৈ ত্বরন্
যচ্চাদর্শয়দাসনে বিজয়িনং গোপালভট্টং প্রভুম্।
গৌরাঙ্গং কমলাননং সুনয়নং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪০
অভ্যর্ণে ব্রজবাসি-বৈষ্ণবগণানধ্যাপয়ন্তং মুদা
নানাশাস্ত্র-পয়োধি-মন্থন-ভবং সদ্ভক্তিশাস্ত্রামৃতম্।
উদ্ধর্ত্তারমহো নিপত্য চরণে প্রীত্যা ননামেতি যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪১
বাহ্বা মস্তকমুদ্ধরন্নুপবদন্নুত্তিষ্ঠ বৎসেতি তং
'ত্বং মে বান্ধব জন্মজন্মনি মুদে ধাত্রাস্থ দত্তঃ পুনঃ।'
ইত্যুক্ত্বা নয়নাম্ভসা অতিমুদা যং সিঞ্চয়ন্ বিহ্বলঃ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪২
অত্যুৎকো[১] যমুনাতটীং ব্রজগতৈঃ সদ্বৈষ্ণবৈর্যো গতো
রাধাকৃষ্ণ-বচো গিরা মধুরয়া সন্নীয়মানে ক্ষণে[২]।
প্রীত্যা বৈ স্নপয়ন্ মুদা পরময়া যস্মৈ কৃপাঞ্চাকরোৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
তৎপশ্চাদ্ ব্রজবাসিভিঃ প্রতিগতো যো বৈষ্ণবৈস্তেন চ
গোবিন্দস্য পুরং তদীয়ক-মুখং পশ্যন্ সুধাব্ধৌ বিশন্।
পশ্চাত্তৈঃ স্মর-মোহনালয়-বরং গত্বা মুখং দৃষ্টবান্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৪

১। ইত্যুক্ত্বা ২। সঙ্গীয়মাণে ক্ষণে (ক), সঙ্গীয়মানেক্ষণৈঃ (খ)।

নাথাদের্বপুষাং বিভঙ্গি-কলনাদশ্রাবসিক্তাঙ্গক-[1]
স্তৎকৃত্বা ব্রজবাসিনাং প্রতিগৃহং গোস্বামিনাং দর্শনম্ ।
প্রেম্ণা তৈঃ পরিপূরিতঃ প্রতিগতঃ শ্রীলোকনাথালয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫

ভক্ত্যা তচ্চরণং ববন্দ (?) কৃপয়া চালিঙ্গিতস্তেন বৈ
তত্রস্থেন নরোত্তমেন প্রভুণা তৎপাদপদ্মং শ্রিতম্ ।
তঞ্চালিঙ্গ্য মুদাতিগাঢ়মবদন্মাধুর্যযুক্তং বচঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৬

ধাতা কিং নয়নং কিমু ত্বচকরং[2] সৎপক্ষ কিং মে মনঃ[3]
কিং রত্নং বহুমূল্যকং কিমথবা প্রাণশ্চ মে দত্তবান্ ?
কিঞ্চাহো সদয়ো ভবদ্দ্বিতীয়কং[4] দাতা মুদা যোঽবদৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৭

গোবিন্দস্য মুখেক্ষণং হ্যপি তথা শ্রীভট্টগোস্বামিনঃ
সেবাঞ্চ ব্রজবাসিনাং প্রতিদিনং গোস্বামিনামীক্ষণম্ ।
গ্রন্থস্যাভ্যসনং তথাপি কৃতবান্[5] শ্রীজীবগোস্বামিনাং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৮

এবং[6] যো বহুকালমাত্রমনয়ৎ কুর্বন্ ব্রজে প্রত্যহং
শ্রীজীবোঽপি যমাবদৎ—'শৃণু দয়াধীনো[7] মদীয়ং বচঃ ।
ভো আচার্য্যমহাশয় প্রতিদিনং ত্বং মে সহায়ো মহান্'
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৯

১। এবং নাথাদিমূর্ত্তের্মধুরিমকলাসারসিক্তাঙ্গহৃদ (ক, খ) ; ২। কিমদ্ভুতকরং (খ) ;
৩। কিং পদ্মমেকং মণিং (খ) ; ৪। হৃদ্বিতীয়কমিতো (ক) ; ৫। তথৈব হ্যকরোৎ (ক) ;
৬। প্রীত্যা (খ) ; ৭। দয়াং কৃত্বা (খ) ।

'আজ্ঞা যা চ কৃতা মদীয়-প্রভুণা সা হি ত্বয়া পাল্যতাং
সদ্‌ভক্ত্যাশ্চ তথা মুকুন্দ-বিষয়প্রেম্ণঃ প্রদানং কুরু।
তদ্‌গ্রন্থস্য প্রচারণং কলি-নরে কুর্যা দয়াং' যং বদন্
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫০
'নীত্বা তদ্‌গ্রন্থরাশিং প্রবিহিত-জবো গৌড়দেশং ব্রজ ত্বং
চৈতন্যস্য পদাঙ্কিতং ন চ যথা পাষণ্ডবর্গাকুলম্।
এতদ্‌গোস্বামি-বাক্যাদবিহিতমতির্ভট্টপাদং গতো যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫১
সর্বং তৎ কথিতং প্রভোঃ পদযুগে যজ্জীব-কুঞ্জে শ্রুতং
শ্রুত্বা সোঽপ্যবদৎ—'শৃণুষ্ব তনয়! শ্রীরূপকাজ্ঞাং কুরু।
গৌড়ং গচ্ছ মমাজ্ঞয়াপ্যতিজবং তত্তৎ কুরুষ্বেতি' যং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫২
নীত্বাজ্ঞাং স্বগুরোরতঃ পরমিতো গোবিন্দবাটীং মুদা
দৃষ্ট্বা তস্য মুখং প্রদোষ-সময়ে সুপ্ত্বা চ রাত্রৌ তথা।
গোবিন্দেন হি সুপ্তিতঃ প্রিয়তয়া দত্তাঞ্চ আজ্ঞাং দধৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৩
গত্বা যোঽপি পুনঃ প্রহৃষ্ট হৃদয়ঃ শ্রীজীবকুঞ্জে ত্বরন্
তস্মৈ তচ্চ নিবেদ্য গৌড়নগরীং গন্তুং মনঃ সন্দধে।
সর্বেষাং ব্রজবাসিনামপি পুনর্নীত্বা চ আজ্ঞাং তু যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৪
গ্রন্থং রূপকৃতং সনাতন-কৃতং শ্রীভট্টনাম্না কৃতং
যং শ্রীজীবকৃতং[১] কৃতঞ্চ গুরুণা শ্রীদাসগোস্বামিনা।
যচ্চান্যং কবিরাজজং প্রতি মুদা গৌড়ং ব্রজন্ যোঽনয়ৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৫

১। যদ্‌যজ্জীবকৃতং (খ)।

গোবিন্দস্য মুখং বিলোক্য স্বগুরোঃ শ্রীপাদপদ্মে নমন্
নত্বা তান্ ব্রজবাসি-বৈষ্ণবগণান্ বৃন্দাবনঞ্চানমৎ।
প্রেম্ণা শ্রীযমুনাং বিলোক্য চ গিরিং গোবর্দ্ধনং যো রুদন্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৫৬

শ্রীকুণ্ডঞ্চ বিলোক্য লোচন-জলৈঃ কুর্বংস্তু যঃ কর্দমং
তত্রস্থান্ খলু বৈষ্ণবান্ প্রতি নমন্ যো বা রুদন্মূর্চ্ছিতঃ।
তত্রস্থং কিল লোকনাথ-চরণং নত্বা তদাজ্ঞাং নয়ন্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৫৭

ধৃত্বা তস্য করং নরোত্তম-করঞ্চানীয় সংযোজ্য চ
কিঞ্চিদ্বাক্যমথাবদৎ 'শৃণু বিভো আচার্য্য তুভ্যং হ্যসৌ।
দত্তশ্চাস্য নরোত্তমস্তব' ইতি শ্রীলোকনাথস্তু যং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৫৮

নীত্বা চৈব নরোত্তমং পুনরসৌ শ্রীজীবকুঞ্জং ব্রজন্
গ্রন্থং ভারচতুষ্টয়ং স্বয়মসৌ নীত্বা ব্রজন্ গৌড়কম্।
শ্রীজীবোঽপি শতেন বৈষ্ণবজনৈঃ ক্রোশন্তু চানুব্রজৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৫৯

বিচ্ছেদাগ্নি-নিদগ্ধ-মূচ্ছিততনুরন্যোন্যমূর্চ্ছাং পতন্
হা হা ধাতরতো বিনির্দয়তনুঃ সংযোজ্য মৈত্র্যং ভবান্।
মৈত্র্যাচ্চাপি বিযোজ্য তর্হি ভবতা কিং লপ্স্যতে যো বদন্
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৬০

ইত্যুক্ত্বা নয়নাম্ভসা পথি ভুবং সিঞ্চংস্তু উত্থায় চ
প্রেম্ণা গাঢ়মসৌ পুনঃ পুনরমুং চালিঙ্গ্য গোস্বামিনম্।
নীত্বা তচ্চরণাব্জরেণু-নিচয়ং নত্বা চ যো বৈষ্ণবান্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৬১

সোৎকম্পং করুণং নরোত্তমপ্রভুর্যং বৈ রুদিত্বা মুহু-
র্বাহুভ্যাং চরণৌ বিধৃত্য পতিতো ভূমৌ তথা রোরুদন্।
তঞ্চোদ্ধৃত্য নিবর্ত্তিতঃ পুনরিমঞ্চালিঙ্গ্য গাঢ়ং তু যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬২
তান্ নীত্বা খলু বৈষ্ণবানতিশুচা-দৃষ্ট্যা[১] মহত্যা পুরো
দৃষ্ট্বা যং কিল জীবঠক্কুরবরো বৃন্দাবনেঽসৌ গতঃ।
এবঞ্চৈব নরোত্তমো হরিরিতি স্মৃত্বা ব্রজং প্রাপ্তবান্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৩
আচার্যোঽপি প্রভুর্বিধৃত্য চরণং[২] শ্রীজীবগোস্বামিনাং
ভূয়োভূয় ইতঃ সরন্নতিজবং পশ্যত্যদূরং গতঃ।
তেষাং বাক্যচয়ং স্মরন্নপি গতো যো গৌড়দেশং ত্বরন্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৪
আনীয় গ্রন্থমেঘং ব্রজগিরি-কুহরাদ্ গৌড়কৃষ্যাং মুদা যঃ
কৃষ্ণপ্রেমাম্বু-বৃষ্ট্যা কলিরবি-কিরণাদ্দগ্ধজীব-প্রশস্যম্।
সিঞ্চন্ কুর্বন্ সজীবং পুনরপি কৃতবান্ বাদলং[৩] প্রেমভক্তেঃ
পশ্যংশ্চৈতৎ প্রহৃষ্টঃ ননু সুবিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুর্নঃ ॥ ৬৫
যাজিগ্রাম-পুরং প্রবিশ্য বসতিং প্রীত্যা চকার স্বয়ং
তং দ্রষ্টুং শতশোঽথ বৈষ্ণবগণা গচ্ছন্তি হি প্রত্যহম্।
তান্ প্রেম্ণা প্রতিভাষ্য গ্রন্থনিচয়ং যঃ শ্রাবয়ন্ যত্নতঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৬
সর্বেষামপি চোপরোধ-নিচয়ৈঃ কুর্বন্ বিবাহং তথা
সদ্গ্রন্থ-ব্যবসায়-নামগ্রহণৈশ্চৈতন্যচন্দ্রেক্ষয়া।
রাধে কৃষ্ণ ইতি গৃণন্[৪] প্রতিদিনং গোবিন্দ-নাম্নানয়ৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৭

১। সুধাবৃষ্ট্যা (খ); ২। বিবৃত্য সরণীঃ (খ); ৩। বর্দ্ধনং (ক); ৪। ব্রুবন্ (খ)।

একস্মিন্ দিবসে সরোবর-তটে বাট্যাঃ প্রতীচ্যাং বসন্
কালে চৈব অমুত্র মন্মথ-সমমেকং পুমাংসং পথি।
দোলায়াং স্বপুরং কৃতোদ্বহনকং গচ্ছন্তমীক্ষেত যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৮

দৃষ্ট্বা তং হি[১] সুবর্ণকেতকরুচং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
সিংহস্কন্ধ-মহাভুজং ত্রিবলিতং গম্ভীরনাভিস্তথা।
লোমশ্রেণিযুতং প্রকীর্ণ-জঠরং পদ্মাহুরক্তং তথা
চন্দ্রাস্যং সুদতং তথোন্নতনসং বিম্বাধরাব্জেক্ষণম্ ॥ ৬৯

কম্বুগ্রীবমতঃ প্রসন্ন-হৃদয়ং রম্ভোরু-সজ্জানুকং
মুগ্ধঞ্চাপি সুদীর্ঘকুঞ্চিত-কচং সৎপট্টবস্ত্রাবৃতম্ [২]।
পশ্যন্ বৈ সুমুদা[৩] তথা শৃণুত ভো ইত্থং সদা যোঽবদৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭০

কোঽয়ং কিং রতি-নায়কঃ কিমথবা চাশ্বী-কুমারো যুবা
দেবো বা তরুণস্তথা ভবতি বা গন্ধর্ব-পুত্রো হ্যয়ম্।
ইত্যেতৎ কথয়ন্ পুনঃ পুনরসৌ রূপং দৃশা যো পিবন্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭১

ইত্থং প্রাপ্য তনুং হরেঃ পদযুগং যো বা ভজেৎ সো (?) মহান্
ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ তৎসহগতং কুত্রাস্য বাসস্তথা।
কিংনামেতি মুহুর্মুহুঃ প্রতিজনং সংপৃচ্ছতি বৈষ্ণবান্[৪]
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭২

শ্রীলশ্রীরামচন্দ্রঃ কবিনৃপতিরসৌ পণ্ডিতো বাক্পতির্যঃ
সদ্বৈদ্যাঢ্যো যশস্বী ভিষজকৃতিবিধৌ দিগ্ বিজেতা সভায়াম্।
বাটী চাস্য প্রসিদ্ধে সরজনি-নগরে বিশ্ব-বিখ্যাতকীর্ত্তেঃ[৫]
শৃণ্বংশ্চৈতৎ প্রহর্ষঃ পথি সুবিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুর্নঃ ॥ ৭৩

১। সুমনাঃ (ক), সুমনঃ (খ); ২। বস্ত্রান্বিতম্ (খ); ৩। যো হি মুদা (খ); ৪। যঃ পৃচ্ছতিস্ম প্রভুঃ (ক, খ); ৫। বাটী চাস্য কুমারপূর্বনগরে বিখ্যাত-কীর্ত্তিস্ত্বয়ং (ক, খ)।

তস্যৈতচ্চ বচো নিশম্য সুদৃঢ়ো[১] গাঢ়েন কর্ণেন চ
কিঞ্চিন্নো বদতিস্ম ধীরমতিমান্ বাটীং গতো ভাবয়ন্।
কৃচ্ছ্রেণাপি দিনং প্রণীয় তু রয়াদ্[২] রাত্রৌ গতো যৎপদং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ১৪

রাত্রৌ চাগত্য বাটী-নিকটজন-গৃহে সংবিশন্নৃষসীদং[৩]
চোক্ত্বা চোক্ত্বা পদে যঃ প্রপতিত-তনুকশ্ছিন্নমূলোঽগবদ্যঃ।
ভূয়ো ভূয়ো রুদিত্বা কথয়তি সুকৃতী পাদপদ্মং নু দেহি
শৃণ্বন্ চৈতৎ প্রহর্ষঃ খলু সুবিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুর্নঃ॥ ১৫

ধৃত্বা তস্য করং স্ববাহু-লতয়া চোত্থাপ্য গাঢ়ং মুদা
চালিঙ্গংশ্চ তথা শিরস্যথ করং দত্ত্বাবদচ্চাশিষম্।
'ত্বং মে বান্ধব জন্মজন্মনি মুদে ধাত্রাস্য দত্তঃ পুনঃ'
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ১৬

দত্ত্বা শ্রীবৃষভানুজা-গিরিধর-শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ং
লীলাঞ্চাপি তথা তয়োশ্চ বিবিধাং তং শ্রাবয়িত্বা পুনঃ।
গ্রন্থাঞ্চাপি প্রপাঠ্য আশিষমবক্[৪] 'ত্বং মৎস্বরূপো ভবেঃ'
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ১৭

বৃন্দায়া বিপিনে ভবৎসমদৃশং চৈকং প্রদাতা[৫] বিধি-
র্মহ্যং চাক্ষ পুরা যতো বহুদিনং চৈকাক্ষিবানপ্যহম্।
ধাত্রা ত্বং পুনরস্য চক্ষুরপরং দত্তস্ত্বিদং যোঽবদৎ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ১৮

এবন্তং বহু শিক্ষয়ন্ বহুজনং শিষ্যঞ্চ কৃত্বা তথা
শ্রীগোবিন্দং কবীশ্বরং গুণনিধিং দত্ত্বা স্বপাদাশ্রয়ম্।
রাধাকৃষ্ণ-বিহার-গীতকরণে আজ্ঞাঞ্চ তস্মৈ দদৌ
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ। ১৯

১। মুদিতো (খ); ২। ত্বরয়া (ক, খ), ৩। সংবিশন্ প্রত্যুষীদং (ক, খ)।
৪। আশিষবচস্তং (ক, খ); ৫। প্রদত্তো (ক, খ)।

শ্রীযুক্তাঞ্চ তথেশ্বরীং নিজপদং গৌরপ্রিয়াং প্রেয়সীং[১]
শ্রীমদ্ধেমলতাং স্বকীয়তনয়াং কৃষ্ণপ্রিয়াখ্যান্তথা।
শ্রীগোবিন্দগতিং স্বকীয়তনয়ং শ্রীকাঞ্চনাখ্যাং তু যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮০

শ্রীদাসঞ্চ মহাশয়ং করুণয়া শ্রীগোকুলাখ্যং তথা
শ্রীমন্তং নরসিংহকং কবিনৃপং শ্রীমদ্রঘুং মালতীম্।
শ্রীগোপী-জয়রাম-ঠক্কুরবরান্ নারায়ণং গোকুলং[২]
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮১

ব্যাসাচার্য্যং পরমকৃপয়া প্রাপয়ৎ স্বং পদাব্জং
গোবিন্দস্য প্রিয়পরিজনং শ্রীলগোবিন্দদাসম্।
বিপ্রং বাল্যাৎ প্রবল-ভজনাদ্ভাবকং প্রেমমূর্ত্তিং
দৃষ্ট্বা তং বৈ পরমদয়য়া হ্যাত্মসাৎ কারয়ন্ যঃ ॥ ৮২

যোঽসৌ শ্রীবনমালিনাম-ভিষজং শ্রীমোহনাখ্যং তথা
প্রেম্ণা যো ঘটকাহ্বয়-প্রিয়জনং শ্রীরূপদাসঞ্চ বৈ।
সন্ত্রীপুত্র-সুধাকরং বিধিবশাদ্ গোপালবর্গন্ত যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৩

স্বপাদমনয়চ্চ চট্টনৃপতিং শ্রীরামকৃষ্ণাভিধং
চট্টশ্রীকুমুদং তদীয়কসুতং চৈতন্যদাসং তথা।
তদ্বংশস্য কলানিধিং প্রিয়জনং বৃন্দাবনাখ্যন্ত যঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধি-র্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৪

দীনং যঃ কর্ণপূরং নিজপদমনয়দ্বংশিগোপাল-সংজ্ঞং
শ্রীরাধাবল্লভং যস্তদনু চ মথুরাদাস-সংজ্ঞং স্বপাদম্।
শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসং তদনু রমণকং রামদাসং নয়ন্ যঃ
সোঽয়ং বৈ চাতিহৃষ্টঃ কিল সুবিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুর্নঃ ॥ ৮৫

১। স্বপ্রেয়সীং প্রাপয়ৎ (ক); ২। আচার্য্যং ব্যাসসংজ্ঞং পরমকরুণয়া প্রাপয়ৎ স্বং পদাব্জং (ক)।

পশ্চাদ্ যঃ কবিবল্লভং তদনুজং শ্রীশ্যামভট্টং তথা
হ্যাত্মারামমতো নয়ন্ নিজপদং শ্রীনাড়িকং যো মুদা।
শ্রীগোপীরমণাহ্বয়ং তদনুজং দুর্গাখ্যদাসং প্রিয়ং
সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৬

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং বনপথা চৌরের্হৃতং পুস্তকং
তস্মাদ্রাজসভাং গতঃ প্রপঠিতং বিপ্রেণ শ্রুত্বা তু যঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতীয়-ষট্পদগণৈর্গীতং প্রহাস্যং কৃতং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৭

রাজ্ঞা চৈব নিবেদিতঃ স্বয়মসৌ ব্যাখ্যাঞ্চ কর্ত্তুং ততঃ[১]
প্রীত্যা যঃ কিল তস্য চার্থসুমতাং[২] ব্যাখ্যাং ততান প্রিয়াম্।
শ্রুত্বা তদ্বচনং প্রণম্য শিরসা কাক্কাপতৎ যৎপদে
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৮

দৃষ্ট্বা চাপি স মল্লভূপতিবরং শ্রীবীরহাম্বীরকং
দত্ত্বা স্বং চরণাশ্রয়ং হরিপদে ভক্তিং তথা নৈষ্ঠিকীম্।
কিং বক্তব্যমমুষ্য পাদযুগলস্যাহো মহত্ত্বং নৃভিঃ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৯

তদ্দেশেষু কৃপান্বিতো বহুজনং শিষ্যং মুদা কারয়ন্
দেশে চৈব স্বকীয়কে পুনরয়ং কৃত্বা বহূন্ শিষ্যকান্।
নানা-দেশ-বিদেশকাগত-জনান্ কুর্বন্ স্বপাদাশ্রয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৯০

রাঢ়ং বঙ্গং সুগৌড়ং ব্রজমথ মগধঞ্চোৎকলং রাজকঞ্চ
পারেগঙ্গং বরেন্দ্রং গিরিজমপি তথা বৃদ্ধকঙ্কালকঞ্চ।
গাঙ্গেয়ং মধ্যদেশং ভুবনমিদমপি প্রাবৃতং যৎপ্রশিষ্যৈঃ
কঃ শাখাং বক্তুমীষ্টে ফণিবরসদৃশঃ শ্রীনিবাসপ্রভোস্ত ॥ ৯১

ইতি শ্রীকর্ণপূর-কবিরাজ-কৃতং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গুণ-লেশ-সূচকং সমাপ্তম্

১। ব্যাখ্যার্থমালম্ব্য চ (খ); ২। চার্থচমতাং (ক), আর্থ চ মতাং (খ);

৭। অনুবাদ

(১) যিনি রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরি-কুলে ব্রাহ্মণবর্য্য শ্রীচৈতন্যদাস মহাশয়ের গৃহে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ নির্মল বুদ্ধিবলে বাল্যেও দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন—শ্রীশ্রীশচীনন্দন নীলাচলে প্রকট আছেন শুনিয়া সর্ববিধ সুখে তিলাঞ্জলি দিয়াছেন—আমার সেই করুণানিধি ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর জয় হউক, জয় হউক! (২) শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইতে যাইতে পথে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গোপনের কথা শুনিয়া যিনি নিজ ভাগ্যকে শত শত ধিক্কার দিয়া স্বমস্তকের কেশ ছিঁড়িয়া করাঘাত করিতে করিতে মূৰ্চ্ছিত হইয়াছেন এবং পরে শ্রীচৈতন্যচরণ বুকে ধরিয়া নীলাচলে গিয়াছেন—(৩) তত্রত্য বৃদ্ধ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের দর্শন করিয়াছেন—তখন শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়াছে এবং অবিরত নয়নধারা-প্রপাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের অক্ষরাবলিও আবৃত হইয়াছে! ব্যাপার দেখিয়া শ্রীগদাধরের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করিবার যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি স্বয়ং সন্দিগ্ধ হইলেন। (৪) তখন শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির শ্রীচরণে নিজ অভিপ্রেত-বিষয়ে প্রার্থনা জানাইলে শ্রীপাদ বলিলেন—'আমার সব বিষয় তুমি ত সুবুদ্ধিবলে দেখিতেছ এবং অন্যান্য বিষয়ও সব শুনিয়াছ। সুতরাং তুমি এক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়তনু শ্রীগদাধরের (দাস গদাধরের) নিকটেই যাও।' (৫) তখন শ্রীনিবাস পণ্ডিত শ্রীগদাধরের পত্র লইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করত শীঘ্র শ্রীনীলাচলচন্দ্রের চরণে প্রণতি করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন এবং শ্রীদাস গদাধরের শ্রীচরণে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া পত্রিকা দেখাইলেন। (৬) প্রভু গদাধরের পাদপদ্মে নিজ মনোবাসনার কথা সব বলিলে শ্রীগদাধর বলিলেন—'শ্রীপণ্ডিত গোস্বামিজী এক্ষণে স্মৃতিহীন ও দুর্বলমতি হইয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে দন্দহ্যমান হইতেছেন;

সুতরাং তুমি এক্ষণে ব্রজে গিয়া শ্রীরূপসনাতনের প্রপন্ন হও।' (৭) তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার চরণ ধরিয়া পড়িলেন। প্রীতিমান্ প্রভু গদাধরও তখন সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসের মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—(৮) 'শ্রীরাধাতে স্বয়ং নিহিত (স্বভাবতঃ) প্রিয়তার আতিশয্যে যে সর্বোর্দ্ধশায়ী মাদনাখ্য মহাভাবময় প্রেমাবির্ভাব হয়, সেই প্রেম, তদীয় স্বভাব ও সুখ আস্বাদন করার অভিলাষে যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল বিবিধ আর্ত্তি-মহাসাগরের তরঙ্গ-মালায় ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মাণ হইতেছেন—সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং তোমার হৃদয়ে সংস্থিত হইয়া স্ফুরিত হউন!!' (৯) শ্রীনিবাস তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন—নয়নধারায় তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিলেন এবং তৎপরে গোকুলে যাইবার অভিলাষে মন স্থির করিলেন। (১০) ব্রজগমনের পথে তিনি প্রথমতঃ শ্রীখণ্ডে গিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রিয় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন, পরে শ্রীরঘুনন্দনকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। (১১) অগ্রসর হইতে হইতে আবার প্রীতিভরে খানাকুল কৃষ্ণনগরে গিয়া প্রেমে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের চরণ বন্দনা করত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। (১২) শ্রীঅভিরাম তাঁহার বৈরাগ্য-নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহাকে বসিবার জন্য তৃণ, ভোজনের জন্য পাঁচটি বটক (কড়ি) এবং রন্ধার শতচ্ছিন্ন একটি পত্র দিয়া পাঠাইলেন এবং মনে করিলেন যে ইহাতেই শ্রীনিবাসের মনে চাঞ্চল্য ঘটাইয়া দিবে। (১৩) ইনি কিন্তু দ্রব্যগুলি পাইয়া আনন্দিত মনে সেই পত্রখানিকে জলে ধুইয়া রন্ধনের সজ্জা করিলেন এবং একটি কড়ির লবণ ও তাহার এক চতুর্থাংশেই তণ্ডুলের যোগাড় করিলেন, তাহাতেই তিন দিনের জীবিকারও ব্যবস্থা করিলেন।

(১৪) শ্রীঅভিরাম লোকমুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'শ্রীনিবাস শ্রীহরির ভক্ত ও যোগ্যপাত্রই বটে, তবে তাহাকে একবার দেখিয়া বাঞ্ছিত বর দান করিব।' তারপরে তাঁহাকে শ্রীঅভিরাম ডাকাইয়া নিকটে নিয়া আনন্দে বলিলেন—(১৫) 'আমার বোধ হয় তুমি কুবের-তুল্য সমৃদ্ধি অথবা অন্য কিছু বর প্রার্থনা করিতেছ; জনমোহন গান অথবা জগন্মোহন রূপই কি তোমার বাঞ্ছিত? অপ্‌সরাতুল্য নৃত্যবিদ্যা অথবা পৃথিবীর রাজত্ব তুমি চাহিতেছ কি?' (১৬) শ্রীপাদের মুখে আনন্দভরে এই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস তখন তাঁহার চরণে কাতরে নিজাভিপ্রেত বর চাহিলেন—'হে ঠাকুর! নিজ কৃপায় আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া বিশুদ্ধা রাগানুগা ভক্তিই দান করুন।' (১৭) তখন শ্রীপাদ আনন্দে হাসিয়া বলিলেন—'তুমি ত সুখসমৃদ্ধির বরের প্রস্তাবে ভুলিলে না!' ঠাকুর করুণাভরে জয়মঙ্গল চাবুক আনিয়া শ্রীনিবাসের অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া সুহাস্যবদনে বলিলেন—'তুমিই জয় করিলে হে!' (১৮) এই সময়ে শ্রীনিবাস আনন্দভরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—'প্রভো! হৃদয়ের বাঞ্ছা যাহা ছিল, তাহা এক্ষণে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়াছে! ব্রজগমনে আদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।' এই বলিয়া তখন তঁাহার চরণে প্রণত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনোদ্দেশে চলিলেন। (১৯) শ্রীরূপসনাতনের পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আনন্দে সত্বর ব্রজে প্রবেশ করিলেন, মথুরানগরে তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটবার্ত্তা শুনিয়া মূর্ছিত হইয়াছিলেন। (২০) পরে 'হা হা রূপ! কোথায় গেলে? হা সনাতন! কোথায় রহিলে? ইহাদিগের পাদপদ্ম দর্শন বিনাও যে এ জীবন রহিয়াছে, ইহাকে শত শত ধিক্কার!! হে বিধাতঃ! তুমি দুর্বল লোককেই হত্যা করিতে জান! তোমাকেও শত ধিক্।' এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি অশ্রুধারায় ধরাতল সিঞ্চন করিলেন! (২) পুনঃ পুনঃ ধিক্কার,

বারংবার উত্থান ও পতন ইত্যাদি চলিতে থাকিল! নিষ্ফল দেহ ধারণ করিয়া এই দুঃখী জীবের আর বৃন্দাবন দর্শনের কি ফল? অতএব আর বৃন্দাবনে গিয়া কাজ নাই—মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি ব্রজ-গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। (২২) এদিকে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সুবুদ্ধি শিশু শ্রীজীবগোস্বামিকে সত্বর শ্রীবৃন্দাবনে আকর্ষণ করত আনাইয়া যমুনাজলে স্নান করাইলেন, কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীজীবের হৃদয়ে আনন্দভরে শক্তিসঞ্চারপূর্বক বলিলেন—(২৩) 'বৎস! আমার কথা শুন। ব্রজে তোমাকে এই একমাত্র কারণেই প্রতিষ্ঠিত করা হইল যে তুমি (শ্রীমদ্ভাগবতাদির) ও মদীয় গ্রন্থাদির বালবোধিনী সরলা টীকা করিয়া শ্রীহরিতে বিশুদ্ধা ভক্তির স্থাপন কর; গোবিন্দসেবা ও পাষণ্ড নিবারণ কর।' (২৪) এই কথা শুনিয়া সংত্রস্ত চিত্তে শ্রীজীবও শ্রীপ্রভু-পদযুগলে নিবেদন করিলেন—'হে নাথ! আমি যে শিশু, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব, এত বৃহৎ কার্য্যে আমার সেই শক্তিই বা কোথায়? সঙ্গীই বা কোথায়? আজ্ঞা যদি পালনই করিতে হয়, তবে শুদ্ধমতি সঙ্গী আপনি দিউন।' (২৫) শ্রীজীবের বাক্যে শ্রীরূপপ্রভু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—'শুন! আমিই তোমার সঙ্গী দিতেছি। আগামী বৈশাখ মাসে কৃশতনু এক ব্রাহ্মণকুমার ব্রজে আসিয়া তোমার সঙ্গী হইবে।' (২৬) পূর্বে ব্রজে শ্রীরূপগোস্বামি-কর্তৃক কথিত এই বাক্য মনে রাখিয়া শ্রীজীব প্রভু তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করত শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তৎপ্রেরিত দূতগণ ইঁহাকে ঐ মথুরায় (বিশ্রামঘাটে) দেখিতে পাইলেন। (২৭) শ্রীনিবাস পথের লোকমুখে শ্রীগোস্বামিবাক্য শ্রবণ করিয়া আবার লুব্ধমতি হইয়া শীঘ্র ব্রজগমনে মন করিলেন এবং তাঁহাদের মুখে আরো একটি কথা শুনিলেন—যে ব্রজমণ্ডলে তখনও শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদ প্রকটই আছেন। (২৮) তাঁহাদের সহিত যমুনা-পুলিনে গিয়া স্নান করত ব্রজে দ্রুতগতিতে

প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন—চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কদম্বমূলে বসিয়া নেত্রজলে নিজ দেহকে স্নান করাইলেন। (২৯) তিনি আনন্দে দেখিতেছেন—কোনও বৃক্ষে ময়ূর, কোথাও শুক, কোথাও বা শারিকা, কোনও বৃক্ষে কপোত, কোথাও ভ্রমর, আবার কোথাও বা সুন্দর কোকিল, কোনও বৃক্ষে দাত্যূহ, কোথাও চাতক, কোথাও বা চকোর রহিয়াছে—(৩০) কোনও স্থলে বিবিধ পুষ্প, কোথাও কল্পতরু, কোথাও রত্নবদ্ধা বেদিকা, কোথাও মনোহর কুঞ্জ, আবার কোথাও দিব্য পুলিন ও দিব্য সরোবর রহিয়াছে! স্থলে স্থলে পদ্ম, উৎপল ও কহ্লার বিকসিত হইয়া আছে! (৩১) কোথাও আলোকমিশ্রিত ছায়া, কোথাও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত মন্দির, কোথাও ব্রজবাসিদের গৃহ, আবার কোথাও বা গোস্বামিগণের কুটীর, কোথাও বা বিমল মণিভিত্তি—এই সব দর্শনে শ্রীনিবাস পরম তুষ্ট হইলেন। (৩২) ইনি তখন কৌপীন, বহির্বাস ও তুলসী মালা ধারণ করিতেন, শ্রীরাধাকুণ্ডের রজে তিলক এবং গাত্রে নামাক্ষর লিখিতেন, নেত্রদ্বয় ও মন গ্রন্থে এবং হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পত্র রাখিয়া ইনি আনন্দে বৈষ্ণবগণের সহিত লোমের আসনে বসিয়া কাল কাটাইতেন। (৩৩) 'শ্রীগোবিন্দের মথুরা-গমনকালে গোকুলে লোকগণ যে যে ভাবে অবস্থিত ছিলেন, অদ্যাপিও তাঁহারা সেই সেই ভাবেই অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরোপিত এই কদম্ববৃক্ষের চারাটি কেন অদ্যাপি প্রফুল্ল ও প্রবৃদ্ধ দেখা যাইতেছে, তাহা ত বুঝিতেছিনা! হে বৈষ্ণবগণ! আপনারা ইহার কারণ নির্দেশ করুন ত।' (৩৪) অহো! শ্রীজীব এই কথা বলিলে তখনই শ্রীনিবাস আনন্দভরে বলিলেন—'হে গোস্বামিপাদ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, ইহাই আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত। (৩৫) শ্রীগোবিন্দের মনের ভাব এই—ব্রজস্থিত বস্তুনিচয়ের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারেনা, তাঁহাদের কালক্ষেপের

পক্ষে শ্রীগোবিন্দের বাক্য (শপথ) ও মনোবৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু এই কদম্বতরুটি (স্বহস্তে রোপিত বলিয়া) তাঁহার প্রিয়—এইজন্য তিনি মথুরায় থাকিয়াও ইঁহার কথা স্মরণ করায় ইহার প্রফুল্লতা দেখা যায়'। * (৩৬) শ্রীনিবাসের মুখে শ্রীজীব তাঁহার হিতের জন্য সন্দেহ-নিরসনের এই উত্তম তথ্য জানিয়া সম্মুখেই অবস্থিত শ্রীনিবাসকে দেখিয়া পরম তৃপ্ত হইলেন। দূতগণ তখন বলিলেন—ইনিই সেই শ্রীনিবাস যাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য আমরা গিয়াছিলাম। (৩৭) সসম্ভ্রমে সত্বর উঠিয়া শ্রীজীব তখন ইঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করত প্রেমভরে নিজের আসনে আনিলেন এবং শ্রীরূপপ্রভু-কর্তৃক পূর্ব-কথিত আমূল সকল বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। (৩৮) আবার শ্রীজীব বলিলেন—'তুমি করুণায় আমার আচার্য্যকার্য্য (সন্দেহচ্ছেদন) করিয়াছ, অতএব আনন্দমনে আমার কথা শুন—অদ্য হইতে তুমি 'আচার্য্য' নামেই অভিহিত হইবে; প্রত্যেক বৈষ্ণবকেও শ্রীজীব এই কথাই বারংবার বলিতে লাগিলেন। (৩৯) শ্রীজীব যখন সাদরে সকলকে এইরূপে বলিতেছিলেন, তখন শ্রীনিবাস সত্বর কাকুভরে নিবেদন করিলেন—'হে গোস্বামিপাদ! শ্রীভট্টপাদকে ত একবার অতিসত্বর দেখাইয়া দিন'। (৪০) শ্রীজীবপাদও তখন সত্বর ইঁহাকে লইয়া সুখাসনে উপবিষ্ট শ্রীগোপালভট্ট প্রভুকে দেখাইলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী—গৌরবর্ণ, পদ্মবদন, সুনয়ন, বিস্তীর্ণবক্ষঃ। (৪১) তখন তিনি নিকটে সমাগত বৈষ্ণবগণকে আনন্দে নানাশাস্ত্র-সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত বিশুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্ররূপ অমৃত অধ্যাপনাব্যাজে বিতরণ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীচরণে প্রণত হইলে তিনি প্রীতিভরে ইঁহাকে উঠাইলেন। (৪২) বাহুদ্বারা মস্তক উঠাইয়া ভট্টপাদ মৃদুকণ্ঠে 'উঠ হে বৎস' ইত্যাদি উচ্চারণ

* বৃত্তান্তটি প্রেমবিলাসে ১২।৭০—৯৮ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

করত বলিলেন—'হে বান্ধব! তুমি আমার জন্মজন্মেরই দাস, আমার আনন্দের জন্য অদ্য বিধাতা আবার তোমাকে মিলাইয়া দিলেন!!' এই বলিয়া আনন্দে নয়নজলধারায় শ্রীনিবাসকে স্নান করাইয়া শ্রীভট্টপাদ বিহ্বল হইলেন। (৪৩) তৎপরে ভট্টপাদ ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের সহিত অত্যুৎকণ্ঠায় যমুনাতটে গেলেন—শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর কথায় ও বিবিধ প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া শ্রীনিবাসকে প্রীতিভরে যমুনায় স্নান করাইয়া পরমানন্দে কৃপাও (দীক্ষিত) করিলেন। (৪৪) তদন্তরে শ্রীনিবাস ব্রজস্থ বৈষ্ণবগণ ও শ্রীভট্টপাদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোবিন্দমন্দিরে গিয়া তাঁহার মুখচন্দ্র-দর্শনে সুধাসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন, আবার শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরে গিয়া শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিলেন। (৪৫) এইরূপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহের বিভঙ্গিদর্শনে ইনি অশ্রুস্নাত হইলেন। তৎপরে ব্রজবাসী ও গোস্বামিগণের প্রতিগৃহ প্রেমভরে দর্শন করত বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদের গৃহে নীত হইলেন। (৪৬) ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলে শ্রীপাদ তাঁহাকে কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তত্রত্য শ্রীনরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাসের চরণে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে আনন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করত মধুর বাক্যে বলিলেন—(৪৭)'বিধাতা অদ্য আমাকে কি নয়নই দিলেন, না নেত্রাচ্ছাদক পক্ষ্মই দিলেন? অথবা মনই দিলেন না বহুমূল্য রত্নই দিলেন? অথবা আমাকে প্রাণই দিয়াছেন কি? অহো! তিনি সদয় হইয়া বুঝি আমাকে অদ্বিতীয় সুখই (তোমায় সঙ্গী) দিলেন॥' (৪৮) এক্ষণে তিনি প্রত্যহ শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীভট্টগোস্বামির মুখারবিন্দদর্শন, ব্রজবাসিগণের সেবা ও গোস্বামিদের দর্শন করিতেন। আবার শ্রীজীব-গোস্বামির সেবা ও গ্রন্থাভ্যাস করিতে নিরত হইলেন। (৪৯) এই ভাবে প্রত্যহ সেবা করিতে করিতে তিনি ব্রজে বহুদিন অতিবাহিত

করিলে একদিন শ্রীজীব তাঁহাকে বলিলেন—'দয়াবান্ হইয়া আমার একটি বাক্য শুন, যেহেতু হে আচার্য্য মহাশয়! তুমিই প্রতি দিনে আমার একমাত্র মহাসহায়—(৫০) মদীয় শ্রীগুরুপাদ আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমিই পালন কর। তুমি বিশুদ্ধা ভক্তি ও মুকুন্দ-বিষয়ক প্রেমের প্রদান করিতে থাক। শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থের প্রচার প্রসার পূর্ব্বক কলিহত মানবে দয়া কর। (৫১) সেই গ্রন্থ সমূহ লইয়া তুমি অতি সত্বর গৌড়দেশে যাও, শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত স্থানে যাহাতে পাষণ্ডমতের প্রসার না হয়, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হও।' শ্রীজীবের এই বাক্যে বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ভট্টপাদের নিকটে গেলেন। (৫২) শ্রীজীব-কুঞ্জে শ্রুত সব বৃত্তান্ত শ্রীপ্রভুর চরণ-প্রান্তে নিবেদন করিলেন। শ্রীভট্টপাদও সব কথা শুনিয়া বলিলেন—'বৎস! শুন। শ্রীরূপের আজ্ঞাই পালন কর, আমারও আজ্ঞায় অতি-শীঘ্র গৌড়ে যাও এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী সকল কার্য্য করিতে থাক।' (৫৩) শ্রীগুরুর আদেশ পাইয়া তিনি তৎপরে আনন্দে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে প্রদোষকালে গিয়া শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিলেন, রাত্রিতে স্বপ্নচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রীতিভরে বলিলেন—'ঐ আজ্ঞাই প্রতিপালন কর।' তিনি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া (৫৪) আবার আনন্দচিত্তে শীঘ্র শ্রীজীবকুঞ্জে গিয়া স্বপ্নাদেশের কথা বলিয়া গৌড়-গমনের জন্য মনঃস্থির করিলেন। ব্রজবাসী সকল বৈষ্ণবের আদেশ লইয়া তিনি (৫৫) গৌড়গমনে উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীব, গুরু শ্রীদাস গোস্বামী এবং শ্রীকবিরাজ-প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থরাশি লইলেন। (৫৬) শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ দর্শন করত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণকে ও শ্রীবৃন্দাবনকে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। তৎপরে প্রেমে শ্রীযমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করত গিরি গোবর্দ্ধনের দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। (৫৭) শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শন করত নয়নজলে স্থানটিকে পঙ্কিল করিয়া তত্রত্য বৈষ্ণবগণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তত্রস্থ শ্রীলোকনাথ প্রভুর চরণেও দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহার আদেশ লইলেন। (৫৮) শ্রীলোকনাথ তাঁহার হস্ত ও শ্রীনরোত্তমের হস্ত ধরিয়া সংযোজন করত এই কথা বলিলেন—'হে আচার্য্য প্রভো! শুন—তোমার করে অদ্য এই নরোত্তমকে সমর্পণ করিলাম—নরোত্তম তোমারই।' (৫৯) পুনরায় শ্রীনরোত্তমকে লইয়া তিনি শ্রীজীবকুঞ্জে গেলেন। স্বয়ং চারি ভার গ্রন্থ লইয়া তিনি গৌড়ে যাত্রা করিলে শ্রীজীবও বহু বহু বৈষ্ণবের সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। (৬০) পরস্পরের বিরহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তখন পরস্পরের তনু দগ্ধ করিতে লাগিলে তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে তিনি বলিলেন—'হা বিধাতঃ! তুমি অতি নিষ্ঠুর, কেননা প্রথমতঃ জীবগণকে প্রণয়াবদ্ধ করিয়া পরে আবার তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া থাক, ইহাতে তোমার কি লাভ হয় হে!!' (৬১) এই বলিয়া নয়নজলে পথের মৃত্তিকা সিঞ্চন করিতে করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীগোস্বামিকে প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করত তাঁহার চরণকমল-রেণু লইলেন এবং আবার বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিলেন। (৬২) শ্রীনরোত্তম প্রভু কম্পিত-দেহ ও করুণ শ্রীনিবাসের চরণদ্বয় বাহু দ্বারা জড়াইয়া ভূমিতে পড়িয়া দারুণ রোদন করিতে থাকিলে শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করত নিবর্ত্তন করিলেন। (৬৩) তখন শ্রীজীব প্রভু মথুরা নগর হইতে বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীনিবাসের প্রতি মহাশোক-সহকৃত দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শ্রীবৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং নরোত্তমও হরি স্মরণ করত ব্রজে চলিলেন *। (৬৪) শ্রীআচার্য্য প্রভুও পুনঃ পুনঃ শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের চরণে পড়িয়া তথা হইতে অতিদ্রুত গতিতে চলিলেন এবং অদূরে যাইতে না যাইতেই আবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে গৌড়দেশের দিকে সত্বর গমন করিলেন। (৬৫) ব্রজগিরির গহ্বর (সমীপদেশ) হইতে গ্রন্থমেঘ আনয়ন করত গৌড়ভূমিতে যিনি আনন্দসহকারে কৃষ্ণপ্রেমরূপ

* ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাসাদির সহিত এখানকার ঘটনার সামঞ্জস্য নাই।

বর্ষায় কলিরূপ সূর্য্যতাপে দগ্ধ জীবরূপ শস্যসমূহকে সিঞ্চন করিয়া পুনরায় সজীব এবং প্রেমভক্তির বাদল করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে মহানন্দিতও হইয়াছেন, সেই শ্রীনিবাসপ্রভুর জয় হৌক, জয় হৌক। (৬৬) যাজিগ্রামে প্রবেশ করিয়া ইনি প্রীতিভরে বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার দর্শনাশে প্রত্যহ শত শত বৈষ্ণব আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সহিত প্রেম-সম্ভাষণপূর্ব্বক ইনি যত্নসহকারে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ শ্রবণ করাইতেন। (৬৭) সকলের অনুরোধে ইনি দার-পরিগ্রহ করিলেন; ভক্তিগ্রন্থের ব্যবসায় (পঠন পাঠনাদির অনুষ্ঠান) হরিনাম-গ্রহণ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দর্শনাশা, 'রাধে কৃষ্ণ' এই নাম গ্রহণ ইত্যাদিতে তিনি প্রতিদিনই কাটাইতেন। (৬৮) একদিন বাটীর পশ্চিম দিকে সরোবর-তটে তিনি বসিয়াছিলেন—তিনি দেখিলেন যে ঠিক সেইকালে ঐ পথ দিয়া মন্মথতুল্য দিব্যকান্তি একজন বিবাহ করিয়া দোলায় চাপিয়া নিজগৃহে যাইতেছেন। (৬৯) ঐ লোকটির কান্তি স্বর্ণকেতকীর তুল্য, সিংহের ন্যায় উন্নত স্কন্ধ, প্রকাণ্ড বাহু, ত্রিবলী ও গম্ভীর নাভি, লোমরাজিযুক্ত বিশাল উদর; চরণ ও বাহু আরক্ত; মুখমণ্ডল চন্দ্রসম, দন্তপংক্তি সুন্দর, নাসাটি উন্নত, অধরটি বিম্ববৎ রক্তবর্ণ এবং লোচনদ্বয়ও আকর্ণবিশ্রান্ত। (৭০) গ্রীবাতে শঙ্খবৎ তিনটি রেখা, হৃদয় প্রসন্ন, উলট কদলীর তুল্য উরুদ্বয়, জানুদ্বয়ও সুন্দর, কেশদাম সুদীর্ঘ ও সুকুঞ্চিত, সুন্দর পট্টবসনে দেহটি আচ্ছাদিত—পরম মনোজ্ঞ সেই ব্যক্তিকে আনন্দে দর্শন করত তিনি বারংবার সকলকে বলিলেন—'শুনত হে! (৭১) এই যুবা কে? কামদেব কি? না অশ্বিনীকুমার? কোনও তরুণ দেবতা কি? অথবা ইনি গন্ধর্ব-পুত্রই কি হইবেন?' এই কথা বারংবার বলিয়া তাঁহার রূপামৃত তিনি নয়নচষকে পান করিতে লাগিলেন। (৭২) এবম্বিধ সুন্দর দেহ লাভ করিয়া শ্রীহরির পদযুগল যে ভজন করিতে পারে, সেই মহাভাগ্যবান্—এই কথা বলিয়া তিনি সহচরগণকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার নাম কি? বাসস্থান কোথায় হে?' (৭৩) তখন তাঁহাদের মুখে ইনি শুনিলেন যে তাঁহার নাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, তিনি পণ্ডিত—বৃহস্পতি বলিলেই হয়। বৈদ্যচূড়ামণি, ভেষজ-বিদ্যায় ইনি যশস্বী, সভাতেও ইনি দিগ্বিজয়ী। বিশ্ববিখ্যাত-কীর্ত্তি ইহার বাড়ী সরজনি নগরে (কুমার

পুরে)—এই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস প্রভু অতি আনন্দিত হইলেন। (৭৪) আচার্য্য প্রভুর মুখে সেই সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত মতিমান্ রামচন্দ্র নিবিষ্ট কর্ণে এই কথা শুনিয়া কিছুই না বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহে গেলেন বটে, কিন্তু অতি কষ্টে দিনটি অতিবাহিত করত রাত্রিযোগে দ্রুতগতিতে আসিয়া তাঁহারই চরণাশ্রয় করিলেন। (৭৫) রাত্রিতে প্রভুর বাটীর সমীপবর্ত্তী একজনের গৃহে থাকিয়া পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার চরণে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সেই সুকৃতী রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—'হে প্রভো! আমাকে পাদপদ্ম দান করুন।' রামচন্দ্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া আচার্য্য পরমানন্দিত হইলেন। (৭৬) স্ববাহুলতায় রামচন্দ্রের করে ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকে হস্তার্পণ করত আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন—হে বান্ধব! তুমি জন্মে জন্মে আমারই (দাস), বিধাতা অদ্য আমার আনন্দের জন্য মিলাইয়া দিলেন।' (৭৭) শ্রীরাধা-গিরিধারীর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় দান করিয়া, যুগলকিশোরের বিবিধ লীলাও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করাইলেন, গোস্বামি-গ্রন্থ পড়াইয়া আবার আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—'তুমি আমার স্বরূপই হও।' (৭৮) বৃন্দাবনে তোমার তুল্য আর এক চক্ষু বিধাতা আমাকে পূর্বে দিয়াছিলেন, বহুদিন আমি একচক্ষুই (কাণা) ছিলাম, কিন্তু সেই বিধাতা আবার অদ্য তোমাকে দিয়া আর এক চক্ষুও সমর্পণ করিলেন!!' (৭৯) এইভাবে তাঁহাকে বহু শিক্ষা দিয়া বহুজনকে শিষ্য করিলেন। গুণনিধি গোবিন্দ কবিরাজকে স্বচরণাশ্রয় দিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাস-গীত-প্রণয়নে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

(৮০) নিজকান্তা শ্রীযুক্তা ঈশ্বরী দেবীকে ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়াকে স্বচরণাশ্রয় (দীক্ষা) দিয়া নিজ কন্যা শ্রীমতী হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিকা এবং পুত্র গোবিন্দগতিকেও দীক্ষা দিলেন। (৮১) করুণা করিয়া শ্রীদাস ও শ্রীগোকুল মহাশয়কে, শ্রীমন্ত (চক্রবর্ত্তী ও ঠাকুর), নৃসিংহ কবিরাজ, শ্রীমদ্রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্বশুর অথবা রঘুনাথ কর) মালতী দেবী এবং গোপীরমণ, জয়রাম, ঠাকুরদাস, নারায়ণ ও গোকুলকে এবং (৮২) আচার্য্য ব্যাসকেও পরম দয়ায় শ্রীচরণ প্রাপ্তি করাইলেন। শ্রীগোবিন্দের প্রিয় পরিজন শ্রীল

গোবিন্দ দাস নামক ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই তিনি পরম দয়া করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন—এই গোবিন্দদাস আবাল্য প্রবঙ্গ ভজন করিয়া প্রেমমূর্ত্তি হইয়া ভাবক-আখ্যা লাভ করিয়াছেন। (৮৩) বৈদ্য বনমালী ও মোহনকে এবং শ্রীরূপ দাস ঘটককে প্রেমে স্বপাদপদ্ম দান করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রের সহিত সুধাকর মণ্ডলকে ও আট নয় জন গোপালকে তিনি বিধিবোধিত মতে দীক্ষা দিয়াছেন। (৮৪) তিনি রামকৃষ্ণ চট্টরাজ ও তদীয় ভ্রাতা কুমুদচট্টকে এবং তদীয় পুত্র চৈতন্যচট্টকে কৃপা করেন। ঐ বংশের প্রিয়জন কলানিধি ও বৃন্দাবনকেও শ্রীপাদপদ্ম দান করিয়াছেন। (৮৫) দীন কর্ণপূরকে, বংশী ও গোপালকে, রাধাবল্লভ, মথুরাদাস, রাধাকৃষ্ণ দাস, রামদাস (বনবিষ্ণুপুরবাসী, কবিবল্লভ ও ঠাকুর—তিনজন) ও রমণ দাসকে স্বচরণ দান করিয়াছেন। (৭৬) কবিবল্লভ ও তাহার অনুজ শ্যামভট্টকে, আত্মারাম দাসকে ও শ্রীনাড়িককে, বৈদ্য শ্রীগোপীরমণ দাস ও তদনুজ প্রিয় দুর্গাদাসকে কৃপা করিলেন। (৯৭) বনপথে পুরুষোত্তমে (বনবিষ্ণুপুরে ?) যাওয়ার কালে গ্রন্থগুলি চুরি হইলে তিনি তত্রত্য রাজসভায় গিয়া ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতীয় ভ্রমর গীতের পাঠশ্রবণে অতিশয় হাস্য করিলেন, (৮৮) পরে রাজা নিবেদন করিলে ইনি স্বয়ং ঋষি-সম্মত প্রিয়া ব্যাখ্যাই আনন্দভরে করিলেন, তাহাতে রাজা বীরহাম্বীর কাকু করিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। (৮৯) মল্লরাজকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া স্বচরণাশ্রয় এবং শ্রীহরি পদে নৈষ্ঠিকী ভক্তি দান করিলেন। অহো! তাঁহার পাদপদ্মযুগলের মহিমা কি মানুষ বর্ণনা করিতে পারে? (৯০) সেই দেশে বহুলোককে আনন্দে শিষ্য করিয়া আবার নানা দেশবিদেশ হইতে সমাগত বহু ব্যক্তিকেও শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করত স্বচরণাশ্রয় দিয়াছেন। (৯১) রাঢ়, বঙ্গ, ব্রজ, মগধ, দীপ্তিময় উৎকল, গঙ্গাপারের বরেন্দ্রভূমি, পার্ব্বত্য বৃদ্ধকঙ্কাল এবং গঙ্গাতটবর্ত্তী মধ্যদেশও যাঁহার প্রশিষ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে, অনন্ত-দেবসদৃশ হইলেও কেহ কি সেই আচার্য্যপ্রভু শ্রীনিবাসের শাখা বর্ণনা করিতে পারেন?

ইতি শ্রীকর্ণপূর-কবিরাজ-কৃত গুণলেশ-সূচকের অনুবাদ